NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অবিস্মরণীয় জ্ঞানতাপস রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একালে উপেক্ষিত!

পাওয়ারপ্লেতেই জিতে টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে অস্ট্রেলিয়া ৮

কলকাতা ১৩ জুন ২০২৪ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.6.2024, Vol.18, Issue No. 4 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সরকারি জমি দখল, ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট মিটতেই কাজে ফিরে একের পর এক ইস্যুতে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার নবান্নের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, সরকারি জমি জবরদখলকারীদের রেয়াত নয়। কোন এলাকার জমি দখল হয়েছে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে বিস্তারিত রিপোর্টও তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।ড় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় এবং শিলিগুড়ি থেকে সরকারি জমি দখলের ভুরি ভুরি অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, জমি জবরদখলকারীদের রেয়াত নয়। প্রয়োজনে জমি দখলকারীদের ‘ঘাড় ধাক্কা’ দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। কোন এলাকার কোন জমি দখল হয়ে গিয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরিরও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই জমিগুলিকে অবিলম্বে চিহ্নিত করতে হবে। তাতে ‘সরকারি জমি’ বলে হোর্ডিং লাগাতে হবে।

বঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে ২১ জুন পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ভোট পরবর্তী হিংসা’র সম্ভাবনার কথা নজরে রেখে নির্বাচন কমিশন আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়েছিল, ১৯ জুন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে সেই সময়সীমা আরও দু’দিন বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার উচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ২১ জুন পর্যন্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। ‘ভোট পরবর্তী হিংসা’র ঘটনায় আক্রান্তদের নিরাপত্তা চেয়ে গত সোমবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যাতে আরও কয়েক দিন রাজ্যে রেখে দেওয়া হয়, সেই আবেদনও করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। মামলাটি উঠেছিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার ওই মামলার শুনানিতে বঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার সময়সীমা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভোট পরবর্তী হিংসা পরিস্থিতির মোকাবিলা রাজ্য পুলিশ কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা-ও জানতে চেয়েছে কোর্ট। ১৪ জুনের মধ্যে সেই রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, মামলার পরবর্তী শুনানি ১৮ জুন।

শপথ নিলেন চন্দ্রবাবু

বিজয়ওয়ারা, ১২ জুন: অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন তেলুগু দেশমের (টিডিপি) প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু। তাঁর ডেপুটি হিসাবে শপথ নেন জনসেনা দলের প্রধান তথা অভিনেতা পবন কল্যাণ। বিজয়ওয়ারার এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চতুর্থ বারের জন্য অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিলেন চন্দ্রবাবু। বুধবার পবন কল্যাণ ছাড়াও আরও ২২ জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। সেই তালিকায় রয়েছেন চন্দ্রবাবুর ছেলে নারা লোকেশও। নায়ডুর নতুন মন্ত্রিসভায় এনডিএ-র শরিক দল জনসেনার তিন জন বিধায়ক থাকছেন।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

অবসরকালীন ভাতা বাড়ল হোমগার্ডদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের হোমগার্ডদের এককালীন অবসর ভাতা এক ধাক্কায় ২ লক্ষ টাকা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। ভাতার অঙ্ক ৩ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা হল। ইতিমধ্যেই এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার। এর ফলে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশে কর্মরত প্রায় ১৮ হাজার হোমগার্ড ও তাঁদের পরিবার উপকৃত হবে। উল্লেখ্য, প্রথমে হোমগার্ডদের অবসরকালীন ভাতা ছিল মাত্র ৫০ হাজার টাকা। পরে তা বাড়িয়ে ৩ লক্ষ করা হয়েছিল। এবার সেটাই ৫ লক্ষ করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জতুগৃত কুয়েতের আবাসন, ঝলসে মৃত্যু ৪০ ভারতীয়র

কুয়েত সিটি, ১২ জুন: জতুগৃহ কুয়েতের আবাসন। কুয়েতের একটি আবাসনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে ৪০ জনই ভারতীয়! বুধবার ভোরে, কুয়েতের দক্ষিণ আহমেদি গভর্নরেটের মাঙ্গাফ শহরের এক আবাসিক ভবনে বড় ধরনের আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছিল, ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং তার মধ্যে ৫ জন ভারতীয়। কিন্তু, পরে কুয়েত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মৃতদের ৪০ জনই ভারতীয়। প্রসঙ্গত, ওই ভবনে মূলত শ্রমিকরাই থাকতেন। অধিকাংশই ছিলেন মালয়ালি। এক মালয়ালি ব্যবসায়ীই ভবনটির মালিক। ছয়তলা ভবনটিতে প্রায় ১৯৫ জন শ্রমিক বাস করতে বলে জানা গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি জানিয়েছেন, আগুনে হতাহতদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা দেবে ভারতীয় দূতাবাস। এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিপর্যস্তদের সাহায্যের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে কুয়েতের ভারতীয় দূতাবাস।

বুধবার কুয়েতের মেজর জেনারেল ইদ রশিদ হামাদ জানান, দক্ষিণ কুয়েতের মানগাফ শহরে এদিন স্থানীয় সময় ভোর ছটা নাগাদ একটি আবাসনে আগুন লাগে। বিভিন্ন দেশ থেকে সেদেশে কাজ করতে যাওয়া নির্মাণ শ্রমিকরা ওই আবাসনে থাকতেন। এই ঘটনায় আহতের সংখ্যা ৫০। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমবেদনা জানিয়ে বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘কুয়েতের মানগাফ শহরের অগ্নিকাণ্ডে আমরা শোকাহত। এই ঘটনায় যাঁরা নিজেদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে। আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। কুয়েতের ভারতীয় দূতাবাস গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। বিপর্যস্তদের সহায়তার জন্য প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে।’

শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

মমতার শোকপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুয়েতের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, ‘কুয়েতের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমি খুবই দুঃখিত। ইতিমধ্যেই ৪০ জনের প্রাণ গিয়েছে। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। কুয়েতে থাকা পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যার্থে যেন সবরকম সাহায্য করা হয় সেজন্য মুখ্যসচিব ও দিল্লিতে রেসিডেন্ট কমিশনারকে বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দিয়েছি।’

এদিন দুর্ঘটনার খবর পেয়েই বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ইতিমধ্যে ৪০ জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। ৫০ জন হাসপাতালে ভর্তি। স্বজনহারাদের পাশে আছি। ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীরা ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছেন। দূতাবাসের তরফে সবরকম সাহায্য করা হবে।’ পরে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার খবর মেলে। পড়ে এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই কুয়েতের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ‘এই দুর্ঘটনায় ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। ৯৬৫-৬৫৫০৫২৪৬। যে কোনও সহায়তার জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুন।’ পাশাপাশি এই ঘটনার তদন্তও শুরু করা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ভারত।

মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এবার শিল্প আজ নবান্নে শিল্প বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট শেষ হতেই এবার মুখ্যমন্ত্রীর নজরে শিল্প। বৃহস্পতিবার ফের বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সভাঘরে বিকেল ৪টে থেকে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও, বিভিন্ন শিল্পপতি, বণিক সভার প্রতিনিধিদের বৈঠকে ডাকা হয়েছে।

দীর্ঘ লোকসভা নির্বাচনের কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত রাজ্যের শিল্প ও বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রকল্প ব্যাহত হয়েছে। নতুন শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দিতে চালু হওয়া একাধিক ইনসেনটিভ প্রকল্পের সুবিধা থমকে গিয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধির কারণে। যাতে শিল্প সংস্থাগুলি দ্রুত ও যথাযথভাবে ওই সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করতে আরো একবার নির্দেশ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার বহুক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শিল্পোদ্যোগীদের তরফে ঋণের আবেদন করে বিনিয়োগ প্রকল্পের কাগজপত্র ব্যাংকে জমা পড়ার পরেও ইনসেনটিভ স্কিম সংক্রান্ত অনুমোদন না মেলায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ফলে এই ধরনের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে গতি আনার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও শিল্পপতিরা রাজ্যে যে বিনিয়োগ আনছেন, সেই বিষয় নিয়ে আরও প্রচারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে শিল্পের জন্য ডেস্টিনেশন বেঙ্গলের প্রচারে আরও জোর দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকেই রাজ্যের কত টাকার বিনিয়োগ হয়েছে, সে বিষয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে বলেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যেহেতু বিভিন্ন দপ্তরে নানান সময় বিনিয়োগ এসেছে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নিজ নিজ তথ্য তৈরি করতে বলা হয়েছিল। সেই তথ্য তৈরির কাজ কতদূর এগিয়েছে, তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হতে পারে।

চিকিৎসা করাতে সংগঠন থেকে ‘ছোট বিরতি’ নিচ্ছেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসার জন্য সংগঠন থেকে ‘ছোট বিরতি’ নিচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে সেই কথা জানিয়েছেন খোদ অভিষেকই। পাশাপাশিই অভিষেক লিখেছেন, ‘কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতে’ বাংলার মানুষ তাঁদের আবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত। তৃণমূল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ডিসেম্বরের মধ্যে তা পূরণ করা হবে। তা যাতে নিশ্চিত হয়, সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি অনুরোধও করেছেন বলে পোস্টে উল্লেখ করেছেন অভিষেক। রাজ্য সরকার তার দায়িত্ব পালন করবে বলেও নিজের বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের সেনাপতি।

অভিষেক লিখেছেন, ‘চিকিৎসার জন্য আমি সংগঠন থেকে সংক্ষিপ্ত বিরতি নেব। এই সময় সাধারণ মানুষের চাহিদা কী, তা আরও ভাল ভাবে অনুধাবনের সুযোগ আমার কাছে রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, রাজ্য সরকার দ্রুত এবং ভাল ভাবে মানুষের সমস্যার সমাধান করবে এবং মানুষ যাতে ন্যায়বিচার পায় তা নিশ্চিত করবে।’

তিনি যে ‘ছোট বিরতি’ নিচ্ছেন, সেই সময়ে তিনি কী করবেন, তা-ও জানিয়েছেন তৃণমূলের সেনাপতি। অভিষেক লিখেছেন, এই ‘ছুটি’ জনগণের সুবিধা-অসুবিধা এবং চাহিদার কথা আরও ভাল ভাবে বোঝার জন্য কাজে লাগাবেন তিনি। রাজ্য সরকার বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য তাদের কাজ জারি রাখবে এবং মানুষের চাহিদা পূরণ করবে বলেও আশা ব্যক্ত করেছেন অভিষেক।

অভিষেকের চোখে সমস্যা রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাঁকে চিকিৎসা করাতে যেতে হয় বিদেশে। বুধবারের পোস্টে অবশ্য চোখের চিকিৎসার বিষয়টি নির্দিষ্ট করে লেখেননি অভিষেক। তবে তৃণমূলে অভিষেক-ঘনিষ্ঠদের অনেকের বক্তব্য, তিনি রুটিন চিকিৎসা করাতেই বাইরে যেতে পারেন।

বঙ্গে এবার বার্ড ফ্লু আতঙ্ক পরপর আক্রান্ত দুই শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার বঙ্গে বার্ড ফ্লু আতঙ্ক। পরপর দুটি বার্ড ফ্লু সংক্রমণের খবর সামনে আসার পর নতুন করে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বঙ্গে। আড়াই বছরের এক শিশুর আক্রান্ত হওয়ার খবরের পর এবার চার বছরের আরও এক শিশুর আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে আসছে। উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা ও চার বছরের শিশুর দীর্ঘ চিকিৎসা হয়েছে বলেও সূত্রে খবর। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে যে স্বস্তির খবর মিলেছে, তাতে আপাতত সুস্থ আছে দুই শিশুই। তবে কীভাবে ছড়াল সংক্রমণ, তা বুঝতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। তবে সতর্ক থাকার কথা বলা হচ্ছে। প্রয়োজনে পড়তে হবে মাস্কও।

জানা গিয়েছে, আড়াই বছরের যে শিশু কলকাতায় এসে বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়েছিল, তার দেহে এইচফাইভএন-১ গোত্রের ভাইরাস পাওয়া যায়। আর উত্তরবঙ্গের শিশুর দেহে এইচ নাইন এন-২ গোত্রের ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। দু ধরনের ভাইরাসের ক্ষেত্রেই উপসর্গ একই। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, চার বছরের ওই শিশু প্রায় তিন মাস ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা করাতে হয় তাকে।

এদিকে উত্তরবঙ্গের ঘটনায় নমুনা সংগ্রহ করেছে প্রাণিসম্পদ দপ্তর। এইচ নাইন এন-২ গোত্রের ভাইরাসের সন্ধান পশ্চিমবঙ্গে মিলল এই প্রথম। এর আগে চিনে, মহারাষ্ট্রে বার্ড ফ্লু’র এই গোত্রের ভাইরাসের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। ওই শিশুর উপসর্গ বলতে ছিল প্রবল জ্বর, তলপেটে ব্যাথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি।

এদিকে এইচ নাইন এন-২ তে আক্রান্ত শিশুটির গত ২৬ জানুয়ারি থেকে জ্বর ছিল তার। গত ১ ফেব্রুয়ারি তাকে স্থানীয় হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়। ভিআরডিএল ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করানোর পর ইনফ্লুয়েঞ্জা বি এবং অ্যাডিনো ভাইরাস ধরা পড়ে। ৩ মার্চ শিশুকে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গত ১ মে শিশুকে অক্সিজেন সাপোর্ট দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, মুরগি বা পাখির সংস্পর্শে এলে এই ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। তাই মুরগির সংস্পর্শে এলে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। কাঁচা মাংস বা ডিমে হাত দিলে ভাল করে হাত ধুতে হবে। জ্বর-সর্দি, নিউমোনিয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় ইডির ভূমিকায় প্রশ্ন হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’ সংস্থা ও তার ডিরেক্টরদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তির পরিমাণ এত কম কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ। ইডির তদন্তকারীদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতির প্রশ্ন, এখনও পর্যন্ত যে টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে, তদন্তকারীরা তার উৎসে পৌঁছতে পেরেছেন কি না। প্রসঙ্গত, ইডি আগেই একটি বিবৃতিতে জানিয়েছিল, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’ সংস্থার সিইও। ইডি এ-ও জানিয়েছিল, সংস্থার ডিরেক্টর পদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিষেকের বাবা-মাও। অভিষেক নিজেও এই সংস্থাকে ‘আমার সংস্থা’ বলে উল্লেখ করেছিলেন গত বছর।

বুধবার প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল। সেই শুনানিতে ইডি আদালতে রিপোর্ট দিয়ে জানায়, তারা এখনও পর্যন্ত ‘লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস’ থেকে ১৪৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। ইডি ও সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদীর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, ‘আপনারা যে রিপোর্ট দিচ্ছেন, তাতে মনে হচ্ছে, এই সংস্থার নিজস্ব কোনও আয়ের উৎস নেই। টাকা অন্য কোথা থেকে আসছে। কোথা থেকে ওই টাকা এসেছে, তা কি আপনারা খুঁজে দেখেছেন?’

তীব্র গরমে পর্ষদকে স্কুলের সময় বদলের পরামর্শ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে গ্রীষ্মের ছুটি শেষে সবেমাত্র খুলেছে স্কুল। প্রায় মাসখানেক পর স্কুলমুখী পড়ুয়ারা। তবে আবারও তীব্র গরমে দক্ষিণবঙ্গে হাসফাঁস দশা। তার সঙ্গে আপেক্ষিক আর্দ্রতা। এই পরিস্থিতিতে স্কুলের সময় বদলের পরামর্শ দিল রাজ্য। বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রাথমিক এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে এই পরামর্শ জানিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্যের সরকারি যে কোনও প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সময় বদলানো যাবে। প্রয়োজনে বেলার পরিবর্তে সকালের দিকে ক্লাস করানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। তবে পঠনপাঠনে যেন কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। মিড ডে মিল পরিষেবাও যাতে ব্যাহত না হয়, সে খেয়ালও রাখতে হবে। বলে রাখা ভালো, স্কুল খুললেও পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার তেমন নেই।

স্কুল কর্তৃপক্ষদের দাবি, কোনও স্কুলে ৪০, কোথাও ৩০ আবার কোথাও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার ২০-২৫ শতাংশ। অনুপস্থিতির হার খতিয়ে দেখে স্কুলের সময় বদলের পরামর্শ রাজ্য সরকারের।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যাঁদের ফসলের ক্ষতি হয়েছে, রাজ্যের এমন ২ লক্ষ ১০ হাজার কৃষককে ২৯৩ কোটি টাকা অর্থসাহায্য করল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বুধবার এক্স হ্যান্ডল বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ‘বাংলা শস্য বিমা’ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ওই টাকা পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এক্স-বার্তায় লিখেছেন, ‘আমি ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে আমরা আজ থেকে সরাসরি ২৯৩ কোটি টাকা অর্থসাহায্য দেওয়া শুরু করেছি আমাদের ২ লক্ষ ১০ হাজার কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। বর্তমান রবি মরশুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যাঁদের ফসলের ক্ষতি হয়েছে, আমাদের ‘বাংলা শস্য বিমা’ (বিএসবি) প্রকল্পের অধীনে রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পুরো ফসলের জন্য সম্পূর্ণ অর্থসাহায্য দিচ্ছে।’ এর পরেই মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, ‘২০১৯ সালে চালু হওয়ার পর থেকে, ক্ষতিগ্রস্ত এক কোটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩১৩৩ কোটি টাকা পৌঁছেছে! জয় বাংলা!’ গত ডিসেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের আবেদনের কথা বলেছিলেন।

ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী পদে মোহন

ভুবনেশ্বর, ১২ জুন: প্রথমবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পেল ওডিশা। উৎকলভূমের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন বিজেপি নেতা মোহনচরণ মাঝি। বুধবার সন্ধ্যায় শপথগ্রহণ করেন তিনি। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করালেন ওডিশার রাজ্যপাল রঘুবর দাস। তাঁর সঙ্গে শপথ নিয়েছেন দুই উপমুখ্যমন্ত্রী কেভি সিংদেও এবং প্রভাতী পরিদা। বুধবার ভুবনেশ্বরের জনতা ময়দানে ওই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিল গোটা বিজেপির হাইকম্যান্ড। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, নীতীন গডকরি, জেপি নাড্ডা-সহ তাবড় বিজেপি নেতারা। এমনকী বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও হাজির করা হয়েছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সদ্য ওডিশায় গদিচ্যুত বিজেডি প্রধান নবীন পট্টনায়কেও ওই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। এদিন সকালেই নবীনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান মোহন মাঝি। অশক্ত শরীর নিয়েও নবীন হাজির হন শপথ অনুষ্ঠানে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 10/06/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3543 নং এফিডেভিট বলে আমি Moccha Shipa Bibi D/o. Nur Molla Sekh W/o. Sahid Sheikh R/o. Paschimpara Goyara, Simlagarh, Pandua, Hooghly-712135, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে আমার পিতা Nurumolla Sekh & Nur Molla Sekh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম -পদবী

গত 10/06/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7114 নং এফিডেভিট বলে Binod Kumar Gupta S/o. Shew Pujan Lal ও Binod Kr. Gupta S/o. Lt. S. Gupta সাং কৈলাশ নগর, চুঁচুড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 24/05/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6547 নং এফিডেভিট বলে Kartik Bhowmik S/o. Manik Chandra Bhowmik ও Kartick Bhowmik S/o. Manik Bhowmik, Manick Bhowmik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **SATYABRATA PAL**, 5/0 Bhubaneswar Pal & Chaya Rani Pal resident at 65/B/7 Nayapatty Road, P.S. Dum Dum, Kolkata-700055, hereby declare that in my spouse's actual name "Mithu Pal Saha" but in passport where her name wrongly recorded as "Mithu Pal" instead of "Mithu Pal Saha". **"Mithu Pal Saha"** and **"Mithu Pal"** are the same and one identical person through an affidavit District Judge's court, Barasat dt.31. 05.24.

Name Change

I, **NITU DEVI SHAW** D/O Triloki Nath Prasad residing at C/O Durga Prasad Ke Bari, H. No. 13, BL. No. 14, P.O. & P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 18.05.2024 that my full and fair name is **NITU DEVI SHAW** and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but in my ration card, my name is recorded as **NITU DEVI**. The purpose of this affidavit is to correct the name in ration card and other relevant documents to avoid future complications. **NITU DEVI SHAW** and **NITU DEVI** is the same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ- ৯৩৩১০৫৯০৬০ / ৯০০৭২৯৯৩৫৩ / ৯৮৭৪০ ৯২২২০

NOTICE

Notice is hereby given on behalf of my Client **Anima Bose**, Wife of Anupam Bose had lost one Original **Registered Deed being No.4738**, dated 07/12/1960 vide Book No.1, Volume No.75, Pages 154 to 157, being No.4738 for the year 1960 and a **Registered Deed of Declaration registered on 22/03/1961** vide Book No.1, being No.1261 for the year 1961, both were registered at S.R. Behala and the said Original Two Deeds being **Nos.4738 of 1960 & 1261 of 1961** has been lost from the custody of my above named Client and the same has not yet been traced out and to that effect a G.D. has been lodged with Behala Police Station vide G.D. Entry No.1990, dated 22/05/2024 and also my Client sworn an Affidavit in the 9th Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore on 03.06/2024, vide Affidavit No.33431.

If anybody finds out the said Two Deeds contract the undersigned Advocate as early as possible.

Subhash Chandra Chakrabarti
Advocate.
Alipore Judges' & Criminal Court,
Kolkata 700027

PUBLIC NOTICE

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, আমার মক্কেল, গোবিন্দ মণ্ডল ও গোপাল মণ্ডল বারুইপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ২০১২ সালের ১১৪০১ নং দানপত্র দলিল মুলে কমল মণ্ডল হইতে মৌজা শিখরবালী, JL NO. ৬৪ এর অন্তর্গত ১৫৫২ দাগের একযোগে মোট ১৮ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, ও উক্ত কমল মণ্ডল ১৯৯৩ সালের ৮৮ নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে রঞ্জিত কুমার নস্কর দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার মাধবী নস্কর হইতে ১৯৯৩ সালের ৬৩৮৭ নং বিক্রয় দলিল মুলে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করেন। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি নাম পত্তনের উদ্দেশ্যে ২০২৪ সালের ৫২৩৬ ও ৫২৩৯ নং কেস মুলে আবেদন করিয়াছি, এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি নাম পত্তনে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে সংশ্লিষ্ট বারুইপুর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিতে জানানো যাইতেছে।

গুরুদাস নস্কর, অ্যাডভোকেট

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই জুন। ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার। সপ্তমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দোল পূর্ণিমা মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধব র সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলের নির্দেশ মাফিক জন সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত সম্পত্তি শ্রী অর্নব হালদার পিতা প্রয়াত ধ্রুবেন্দ্র নাথ হালদারকে বিক্রি করা হয়েছিল নিলামে অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সাস্ত্র ডিপাঃ কলকাতা নর্থ, দ্বারা এনপিএ আকাউন্ড সঞ্জীব কুমার ইন্দ্র-এ ওর সারফায়েসি আইন ২০০২-এর অধীনে ০৯.০২.২০২২-এ সেল শংসাপত্র জারি করেছিলেন। এখন ব্যাঙ্ক উক্ত শংসাপত্র ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্টেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভেনিউ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর শর্তে নথিভুক্ত করতে চলেছে। যদি উক্ত সম্পত্তির প্রেক্ষিতে কেউ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান-এর কোন অধিকার, স্বত্ব, স্বাথরথ, চাহিদা থাকে, তবে দাবির সমর্থনে প্রমাণ সমেত নিচের ঠিকানায় ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে তা পাঠাবেন নিচের ঠিকানায়, যাতে ব্যর্থ হলে দাবি করা সব অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, চাহিদা বাতিল/অবিবেচিত/মুক্ত হবে।

সম্পত্তির বিবরণ : জমি ১ কাটা ৮ ছটাক জমি ও বিল্ডিং, মৌজা ঃ আরিয়াদহ কামারহাটী, জে.এল. নম্বর - ১, আর.এস. দাগ-২৪৮০, হডিং নম্বর -৮৯৭, যদু নাথ ঘোষাল রোড, ওয়ার্ড নম্বর -১০ কামারহাটী মিউনিসিপালিটি, জেলা-২৪ পরগণা (উ), অর্নব হালদার-এর নামে।

প্রবীর কুমার ঘোষ
অ্যাডভোকেট, ব্যারাকপুর কোর্ট
ইএন নং.-ডব্লুবি-৮৪৩/১৯৯৫
মোবাইল : ৮৯৬১৪৬৯১৬৩
ই-মেল আইডি :
prabirlegalbkp@gmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মদনকে থোড়াই কেয়ার, নিজের অবস্থানে অনড় দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনৈতিক এবং সিনে দুনিয়ার সহকর্মী সোহম চক্রবর্তীকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্কে মুখ খুলেছিলেন দেব। বন্ধু সোহমের কড়া সমালোচনা করতে ছাড়েননি। যার জেরে তৃণমূলের কালারফুল বয় কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র পাল্টা 'দাদাগিরি'র অভিযোগ আনেন দেবের বিরুদ্ধে। দলীয় ব্যাপারে বেশি নাক না গলাবার সাজেশানও দেন তিনি।

কিন্তু, ২০২৪ এর লোক সভার প্রচারপর্বের শুরু থেকে যেভাবে সৌজন্যতার উদাহরণ তৈরি করেছেন দেব, নির্বাচনের পরেও সেই ধারা অটুট রাখতে মরিয়া টলিউডের এই সুপারস্টার সাংসদ। আর তাই বিপক্ষের সাংসদের মন্ত্রীপদে দায়িত্ব নেওয়ার দিন, শুভেচ্ছা বার্তা জানাতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেননি তিনি।

যদিও, এই খোলা গলায় উদার মানসিকতা দেখাতে গিয়ে এর আগেও সমস্যায় পড়তে হয়েছিল দেবকে। শুভেন্দু-মিঠুনের গদ্দার প্রসঙ্গই হোক বা বালুরঘাটের প্রচারে গিয়ে বিজেপির প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারকে 'ভালোমানুষ'এর দরাজ সার্টিফিকেট দেওয়া, সৌজন্যতার রাজপথে মাথা উঁচু করে হাঁটতে গিয়ে নিজের দলের অন্দরেই প্রবল সমালোচিত হতে হয় ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেবকে।

তবে রাজনীতির 'চ্যালেঞ্জ'কে পাত্তা না দিয়ে দেব যে তার সৌজন্যতার 'দাদাগিরি' চালিয়েই যাবেন সেটা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রতি পদে। তারই রেশ ধরা পড়ে এবার বঙ্গ থেকে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী 'ভালোমানুষ' সুকান্তদাকে শুভেচ্ছা জানানোর ঘটনাতেও। সঙ্গে বাংলার আবাস এবং ১০০ দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে দাবির কথা প্রতিমন্ত্রীকে মনে করাতেও ভোলেননি এই তারকা সাংসদ! মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সৌজন্যতায় বাংলার কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বরাদ্দ টাকা। যথাযথ ভাবে পাওয়ার আশা যে তিনি রাখছেন তাও পরিষ্কার ভাষায় জানান দেব। ফলে সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না, এই পথেই এগোতে দেখা গেল দেবকে।

প্রসঙ্গত, বকেয়া বিতর্কে যেভাবে তার এক কথায় টাকা ছাড়ার কথা সাংবাদিকদের সামনে বলে নিজের ক্ষমতা জাহির করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, সেই পরিপ্রেক্ষিতে পুরোনো কথা মনে করিয়ে দেন দেব।

শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন আগেই, এবার জানালেন সুকান্তকেও। কিন্তু সৌজন্যতার এই যাত্রাপথে দেবের গান্ধিগিরি কি বঙ্গের কেন্দ্রীয় বকেয়া সমস্যার সমাধান করতে পারবে কি না তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে, নিজের দলের মধ্যেই এই নরমপন্থী মানসিকতার কারণে আবার কোনও নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে দীপক অধিকারী ওরফে দেবকে। তবে মদনের হুঁশিয়ারির পর এমন পদক্ষেপে দেব এও বোঝান, বর্ষীয়ান রাজনীতিক মদন কিছুটা হলেও বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক বর্তমান রাজনীতিতে।

পাটুলিতে মদ্যপ চালক পিষে দিল নাবালিকাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাতের শহরে ফের মদ্যপ চালকের তাণ্ডব। এক নাবালিকাকে ধাক্কা মারল সবজি বোঝাই পিক আপ ভ্যান। ধাক্কা মারার পরও দাঁড়ায়নি গাড়ি। কিশোরীর দেহ চাকায় জড়িয়ে যায়, সেই অবস্থাতেই কয়েক মিটার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় ঘাতক গাড়ি। দুর্ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও স্থানীয় বাসিন্দারা পিক অ্যাপ ভ্যানটিকে ধরে ফেলে। এমনকি পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে গাড়ি উদ্ধার করতে গেলে স্থানীয়রা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। গোটা ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। তবে গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ কামালগাজির কাছে দুর্ঘটনা ঘটে। ঢালী পাড়ার বাসিন্দা বছর তেরোর প্রিয়া প্রামাণিক মায়ের সঙ্গে টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরছিল। সাইকেল নিয়ে সাহা পাড়া ক্রসিং-এ দাঁড়িয়েছিল ওই কিশোরী। হঠাৎ সিগন্যাল ভেঙে দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসে একটি সবজি বোঝাই ৪০৭ ট্রাক। ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে থাকা ওই কিশোরীকে। ধাক্কা মেরে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। কোনওক্রমে রক্ষা পায় কিশোরীর মা। দুর্ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে গাড়িটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, স্থানীয় যুবকরা গাড়িটিকে ধাওয়া করে পাটুলি ক্রসিং এর কাছে গিয়ে ধরে ফেলে। গাড়িতে থাকা বাকিরা পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে যায় চালক।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, চালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেই ধারনা তাঁদের। সঙ্গে এও জানানো হয়েচে, কিশোরী রাস্তার একদম ধারে ছিল। দুর্ঘটনা ঘটার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু গাড়িটি হঠাৎ সিগন্যাল ভেঙে কিশোরীকে ধাক্কা মারে। কিশোরীর পেটের উপর দিয়ে চলে যায় ট্রাকটি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ এসে গাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে স্থানীয়রা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। তাঁদের দাবি ওই নাবালিকা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি তারা ছাড়বে না। অন্যদিকে জানা গিয়েছে, আহত ওই কিশোরীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার পরই তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

'সবুজ ছাড়া আর কোনও রং নেই বাংলার', বিরোধীদের কটাক্ষ কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার হাওড়ার ডোমজুড় এলাকার বাঁকড়া দোতলা থেকে শুরু করে বাঁকড়া কবর পাড়া পর্যন্ত বিজয় মিছিল করে শাসক দল। মূলত শ্রীরামপুর কেন্দ্রে জয়ী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এই মিছিল সংগঠিত হয়। বিজয় মিছিল থেকেই রাজ্যে বিরোধীদের কটাক্ষ করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'সবুজ অবিরই আছে, আর কোনো রং নেই বাংলার।' কল্যাণ আরও বলেন, 'রাজ্যে এই জয়ে প্রমাণ করে দিল সিপিএম- কংগ্রেস বলে কিছু নেই, আর বিজেপি মুছে যাওয়ার পথে চলে এসেছে।' এছাড়াও কল্যাণ দাবি করে বলেন লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ রাজ্যের একাধিক সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, ভরসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও মঙ্গলবার রাজ্যের জিএসটি বাবদ দশ হাজার কোটি টাকা দেওয়াকে কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেন, 'রাজ্যের পাওনা আরও বেশি, এই টাকা কিছুই নয়। তাও সবটা দেয় নি। নরেন্দ্র মোদি দেবে কি? ওতো খেতেই ব্যস্ত'। পাশাপাশি বিজেপিকে নিয়ে কল্যাণ ভবিষ্যৎবাণী করে বলেন, 'আগামী এক বছরের মধ্যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র থেকে বিজেপি মুছে যাবে। নরেন্দ্র মোদির উপর মানুষের কোনও আস্থা ভরসা নেই। এটা বিজেপির শেষের শুরু।'

নয়া দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে তাঁর দপ্তরে শুভেচ্ছা জানালেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং।

স্থানান্তরের পথে শিয়ালদা ডিআরএম অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদহ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের (ডিআরএম) দফতরের বাড়ির বয়স প্রায় ১৬০ বছর। আর সেই কারণেই সেখান থেকে ডিআরএম-এর দপ্তর অন্যত্র সরিয়ে শিয়ালদহ ডিভিশনের জন্য নতুন একটি ডিআরএম বিল্ডিং তৈরির সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। সূত্রে খবর, এই সিদ্ধান্ত একরকম পাকাই বলা যায়। সঙ্গে এ খবরও মিলেছে, শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালের কাছে কোনও জায়গায় নতুন বাড়ি তৈরির সম্ভাবনা খুব বেশি। অর্থাৎ, রেলের এই সিদ্ধান্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে শিয়ালদহ স্টেশনের ১ থেকে ৫ এই পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণেই শেষ হচ্ছে না শিয়ালদহ ডিভিশনের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ। তবে এরজন্য যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হবে না। কাজ পুরোটাই 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ'।

হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ সম্পর্কে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'ওই বাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় বর্ষায় জল পড়ে। নিয়মিত সারানো একটা বড় খরচের ব্যাপার। সারালে যে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে, এমনও নয়।' পাশাপাশি সংযোজন, ওই বাড়ির পাশ দিয়েই রেললাইন গিয়েছে। লাইন বাড়ির চেয়ে উঁচু জমিতে রয়েছে। ফলে বর্ষায় ওই বাড়ির চত্বর জলে ভরে যায়। এ ছাড়া ডিভিশনের পুরো ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার কন্ট্রোল রুমও এই বিল্ডিং চত্বরে রয়েছে। ডিভিশনের কর্তারা অনেক দিন ধরেই পুরোনো কন্ট্রোল রুমের বদলে অত্যাধুনিক কন্ট্রোল রুম তৈরির কথা ভাবছেন। সেটা নতুন জায়গাতেই তৈরি করার পক্ষে আধিকারিকরা। তাই সব মিলিয়ে নতুন ডিআরএম তৈরির পথে অনেকটাই এগিয়েছে শিয়ালদহ ডিভিশন। পূর্ব রেল সূত্রের খবর, নতুন বিল্ডিংয়ের নকশা তৈরির কাজও হয়ে গিয়েছে।

জামাইষষ্ঠীতে জামাইবেশে নবদ্বীপের মহাপ্রভু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নবদ্বীপ: জামাইষষ্ঠীতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বংশের জামাতা ধামেশ্বর সকাল থেকে নদিয়ার নবদ্বীপ ধামেশ্বর মহাপ্রভুর মন্দিরে বিভিন্ন আচার মেনে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে জামাই হিসাবে বরণ করলেন।

এদিন নতুন ধুতি পাঞ্জাবিতে সাজানো হয় তাঁকে। পড়ানো হয় ফুলের মালা। গায়ে দেওয়া হয় সুগন্ধি। মহাপ্রভুকে নিয়ে এই মহা সমারোহের আয়োজন দেখতে প্রচুর দর্শনার্থীরা ভিড় করেন মন্দিরে। মধ্যাহ্নে ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয় শাক, থোড়, মোচা, শুক্ত, রকমারি তরকারি, ডাল, ভাজা, ছানার ধোকা, পনির ডালনা, পোস্ত। এছাড়াও বিশেষ ভোগ হিসেবে এদিন আমের রস, ক্ষীরের সঙ্গে মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয় জামাইষষ্ঠী স্পেশাল আম ও নবদ্বীপের দই। সব শেষে দেওয়া হয় মশলা ও সাজানো পান।

জামাইষষ্ঠীর দিন প্রতি পদে বুঝিয়ে দেওয়া হয় গৃহত্যাগী শ্রীচৈতন্যদেব গোস্বামীদের 'জামাইরাজা।' গোটা দিনের পুজোর মধ্যেই প্রকাশ পায় জামাই আদর। 'বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন' সে দিন সারা নবদ্বীপের মানুষের চোখে জামাই হিসেবেই আদর পেয়ে থাকেন। নবদ্বীপের মহাপ্রভু মন্দিরে কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে এই রীতি।

মহাপ্রভুকে নতুন ধুতি-পাঞ্জাবিতে সাজানো হয় জামাই বেশে। পরানো হয় রজনীগন্ধা, গোলাপের মালা। গায়ে আতর। রুপোর রেকাবিতে ছানা, মিষ্টি দেওয়া হয়। সন্ধেবেলা নাটমন্দিরে বিশেষ কীর্তন, উজ্জ্বল আলোকসজ্জার আয়োজন। রাত ৯টায় শয়ন ভোগ। ঘিয়ের লুচি, মালপোয়া আর রাবড়ি। সঙ্গে আবার খিলি করে সাজা সুগন্ধি পান।

ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে প্রতিবাদ মিছিল এসএফআই ছাত্র সংগঠনের। দীনেশ মজুমদার ভবন সামনে থেকে এনআরএস হাসপাতাল পর্যন্ত হয় মিছিল।

রবিবার চলবে অতিরিক্ত মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা রয়েছে আগামী রবিবার। তাই সময়সূচিতে বদল আনল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এগিয়ে আনা হল প্রথম মেট্রোর সময়ও। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে ওই দিন। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামী ১৬ জুন, রবিবার কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে আটটি অতিরিক্ত মেট্রো পাওয়া যাবে। সাধারণত রবিবার ব্লু লাইন অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত সকাল ৯টা থেকে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়। কিন্তু আগামী রবিবার সেই সময় এগিয়ে আনা হয়েছে। সকাল ৯টার পরিবর্তে দমদম এবং কবি সুভাষ থেকে প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল ৭টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল সওয়া ৭টায়। দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রথম মেট্রো সকাল সাড়ে ৭টায় ছাড়বে। রবিবার সাধারণত আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট ১৩০টি মেট্রো চলে। তবে আগামী রবিবার চলবে ১৩৮টি। মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য আমরা আগামী রবিবার কয়েকটি স্পেশাল মেট্রো চালাব। তবে শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীদের জন্য নয়, সাধারণ যাত্রীরাও এই মেট্রোও উঠতে পারবেন।'

রিভার রেঞ্চিং প্রোগ্রাম বলাগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইসিএআর-সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ব্যারাকপুর, গঙ্গা নদীকে রক্ষা ও পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচির অংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের বলাগড়ে রিভার রেঞ্চিং প্রোগ্রাম-২০২৪ শুরু করেছে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সমবায় সমিতির ৫০ জন জেলে এবং স্থানীয় জেলে পরিবারের মহিলারা রেঞ্চিং কর্মসূচিতে অংশ নেন।

আইসিএআর-সিফরির বিজ্ঞানীরা 'নমামি গঙ্গে' উদ্যোগের লক্ষ্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। স্থানীয় জেলেদের সঙ্গে কথা বলে, তারা বিভিন্ন দেশীয় মাছের প্রজাতি রক্ষার জন্য গঙ্গা নদী বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে উপর জোর দেন। আইসিএআর-সিফরির ডিরেক্টর ড. বসন্ত কুমার দাস রিভার রেঞ্চিং-এ এক অনন্য মাত্রা নিয়ে এসেছেন এক্ষেত্রে।

মৎস্য বৈচিত্র্য জরিপ করা, ইলিশের মতো অর্থনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য প্রজাতির সঠিক মূল্যায়ন, বিশেষ ধরনের মাছের জার্মপ্লাজম থেকে বীজ উৎপাদন করা এবং শুকিয়ে যাওয়া নদীর অংশে রেঞ্চিং কর্মসূচি কার্যকর করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই নদী রেঞ্চিং কী? নদী রেঞ্চিং হল একটি আধুনিক পদ্ধতি যা মিষ্টি জলের মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে মাছের বাচ্চাগুলি কৃত্রিমভাবে প্রজনন করিয়ে নদীতে বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাছে প্রজননে বিশেষ ভূমিকা নিল বলাই চলে এই অনুষ্ঠানটি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ জুন ২০২৪ ২৯ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

জ্যোতিপ্রিয়র হাতের লেখার পরীক্ষা করাতে চায় ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত 'কালীঘাটের কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। এবার রেশন দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হাতের লেখা পরীক্ষা করাতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। হাসপাতাল থেকে পাওয়া এক চিঠির হাতের লেখা পরীক্ষা করাতে নমুনা সংগ্রহের ভাবনা করতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আর এ ব্যাপারে তারা ইতিমধ্যেই আর্জিও জানিয়েছে আদালতে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৭ অক্টোবর সল্টলেকের বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি রেশন দুর্নীতি মামলায় জড়িয়ে পড়েন বলেই অভিযোগ। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়। সেই সময় বনদফতর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান ও শিল্প পুনর্গঠন দফতরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে জেলবন্দি থাকার পর মন্ত্রিত্ব হারান জ্যোতিপ্রিয়।

এদিকে ইডির তরফে আদালতে জানানো হয়েছিল, গ্রেফতারির পর 'অসুস্থ' অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে বসে মেয়েকে একটি চিঠি পাঠান জ্যোতিপ্রিয়। সেটি সিআরপিএফের হাতে পড়ে। পরিস্থিতি এমন হয় যে সিআরপিএফ চিঠিটি খুলে দেখতে বাধ্য হয়। সেই চিঠিতে নাম ছিল শংকর আঢ্যর। এছাড়া ওই চিঠিতে শেখ শাহজাহান, রবীন্দ্র এবং ডাকু নামে আরও তিন জনের নাম উল্লেখ ছিল। তাতে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নির্দেশ ছিল বলে খবর।

ওই চিঠিই তদন্তের মোড় ঘোরায়। শংকর আঢ্য চলে আসেন ইডির স্ক্যানারে। তাঁর বাড়ি-সহ একাধিক জায়গায় প্রায় ১৬ ঘণ্টা ধরে চলে ম্যারাথন তল্লাশি। তার পরই গ্রেফতার করা হয় শংকর আঢ্যকে। ধরপাকড়ের পরেও নিজেকে নির্দোষ বলে বারবার দাবি করেন তিনি। হেফাজতে থাকাকালীন কীভাবে চিঠি লেখার জন্য কাগজ, পেন পেলেন জ্যোতিপ্রিয়, প্রশ্নও তোলেন শংকর আঢ্য। ইডি সূত্রে খবর, চিঠি উদ্ধারের পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বয়ান নেওয়া হয়েছিল। এবার সেই চিঠির ফরেনসিক পরীক্ষা করাতে উদ্যোগী তদন্তকারীরা। আদালতের নির্দেশের পরই নেওয়া হবে ব্যবস্থা, দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার।

নিজের হয়ে সওয়াল করেও জামিন পেলেন না মানিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের হয়ে সওয়াল করেও চিঁড়ে ভিজল না। বুধবারও জামিন পেলেন না মানিক ভট্টাচার্য। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতির দাবি, দু'বছর ধরে তিনি জেলবন্দি।

এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে এখনও চার্জ ফ্রেম করতে পারেনি সিবিআই-ইডি। এদিকে মানিকের অভিযোগ, দুই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাই ধীর গতিতে তদন্ত করছে। এদিনের সওয়াল তিনি এই কথা আদালতে তুলে ধরলেও, দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের শেষে জামিন অধরাই। অর্থাৎ, এ মাসের শেষ অবধি জেলেই থাকতে হবে তাঁকে।

আদালত সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বুধবার ইডির বিশেষ আদালতে তোলা হয় মানিক ভট্টাচার্যকে। এদিন নিজের হয়ে সওয়াল করেন মানিক ভট্টাচার্য নিজেই। আদালতে এদিন তিনি বলেন, 'দুবছর ধরে জেলে রয়েছি। শারীরিকভাবে অসুস্থ। বাম চোখে সমস্যা রয়েছে। যে কারণে মামলার নথি পড়তেও সমস্যা হচ্ছে।' এরপরই নিয়োগ মামলায় ধৃত প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি জানান, 'এখনও আমার বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করতে পারেনি ইডি-সিবিআই। উলটে তারাই বার বার সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাই কোর্টে আমার বিরুদ্ধে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করছে। আদপে তারাই তদন্ত ধীরগতিতে চালাচ্ছে।' এদিনও মামলার চার্জ গঠন হয়নি। মামলায় সবপক্ষকে নথি দেওয়া হয়নি বলে জানান তাপস মণ্ডলের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত-ও। ২৯ জুন পর্যন্ত মানিক ভট্টাচার্য ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

উল্লেখ্য, আলিপুর কোর্ট থেকে সিবিআইয়ের প্রাইমারি সংক্রান্ত একটি মামলা ব্যাঙ্কশাল আদালতের ইডি কোর্টে পাঠানো হয়। আদালতে সশরীরে তোলা হয় কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল, দুই এজেন্ট পার্থ সেন ও কৌশিক মাঝিকে। এই মামলায় তাঁদের ২৭ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

নৈহাটির মাদারপুরে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের প্রতিশ্রুতি ছিল গুন্ডারাজ খতম। অথচ ব্যারাকপুরে জুড়ে অশান্তি অব্যাহত। দিকে দিকে আক্রান্ত হচ্ছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার বিকেলে মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর সংসদের মাদারপুর মন্ডলপাড়ায় আক্রান্ত হলেন বিজেপি কর্মী সাধন ঘোষ। তাঁর স্ত্রী বন্দনা ঘোষ সক্রিয় বিজেপি কর্মী। পেশায় টোটো চালক সাধন ঘোষের ওপর আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা করবী বিশ্বাস ও তাঁর স্বামী দিলীপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বাঁশ ও লাঠি দিয়ে ওই বিজেপি কর্মীকে মারধর করা হয়েছে। সংকটজনক অবস্থায় কল্যাণীর এইমসে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত ওই বিজেপি কর্মী। বিজেপির জগদ্দল-৩ মন্ডলের সম্পাদক দশরথ সরকারের দাবি, মাদারপুরে চার নম্বর বুথে তৃণমূল ৬৫ ভোটে হেরেছে। সেই কারণে সাধন ঘোষের ওপর হামলা চালিয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর স্বামী। সাধন বাবুর অবস্থা সংকটজনক। তবে পাল্টা মারধোরের অভিযোগ ভিত্তিহীন। যদিও উল্টে নাটক করে পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

এদিকে পাল্টা মারধরের অভিযোগ করেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা করবী বিশ্বাসও। তাঁর দাবি, বাড়ির সামনে টোটো দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন সাধন ঘোষ। স্বামী অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় টোটো সরাতে বলেছিল। তা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। করবী দেবীর অভিযোগ, তাঁর স্বামীকে সাইকেল থেকে ফেলে দিয়ে মারধর করে সাধন ঘোষ। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর স্বামী নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তবে এটা রাজনীতির কোনও ঘটনা নয়। ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর-১ ব্লকের তৃণমূল যুব সভাপতি বলরাম সাঁতরা বলেন, 'শুনেছি মাদারপুরে টোটো চালকের সঙ্গে মারপিট হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওখানে টোটো নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে। কিন্তু মারধর করা ঠিক হয়নি। তবে কেউ যদি অন্যায় করে তাহলে প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।' যদিও উভয় পক্ষই নৈহাটির শিবদাসপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্তে শিবদাসপুর থানার পুলিশ।

বীজপুরে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত কাঠের গুদামের মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার বিকেলের দিকে কাঁচারাপাড়ার মিলননগর এলাকার একটি কাঠের গুদামে হানা দেয় বীজপুর থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গুদাম মালিক সুব্রত দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের কাছ থেকে তারা চারটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ খতিয়ে দেখ

বে কোথাও আরও অস্ত্র মজুত আছে কিনা। পাশাপাশি কাঠের গুদামের মালিকের অস্ত্র ব্যবসার জাল কতদূর বিস্তৃত, তাও পুলিশ খতিয়ে দেখবে।

ইডির উপর আক্রমণের কারণ জানাল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেখ শাহজাহানের ডেরায় তল্লাশি চালাতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসারদের। শুধু তাই নয়, এই আক্রমের জেরে রক্তাক্তও হতে হয় ইডি-র আধিকারিকদের। আক্রমণের ভয়বহতা এতটাই বেশি ছিল যে তার জেরে শাহজাহানের বাড়িতে সেদিন ঢুকতেই পারেনি ইডি। এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে গ্রেফতার হয় শেখ শাহজাহান। আপাতত জেলে বন্দি সন্দেশখালির স্বঘোষিত এই বাঘ। কিন্তু সে দিন ঠিক কী কারণে ইডি-র ওপর ওইভাবে হামলা হল চার্জশিটে এবার তারই উল্লেখ করা হল অপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তরফ থেকে।

প্রসঙ্গত, গত মাসে বসিরহাট আদালতে শেখ শাহজাহান-সহ সাতজনের বিরুদ্ধে যে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে, তাতে সিবিআই-এর দাবি, অস্ত্র লুকোতেই সে দিন হামলা চালানো হয়েছিল। বেশ কিছু অস্ত্র ও নথি ছিল, যা লুকতে ইডি অফিসারদের এভাবে হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল।

শেখ শাহজাহানকেই ওই চার্জশিটে মাস্টারমাইন্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অস্ত্র যে সন্দেশখালিতে ছিল, তা কার্যত প্রমাণ হয়ে যায় গত এপ্রিল মাসেই। ২৬ এপ্রিল প্রচুর বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল ওই এলাকায়। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খা-এর আত্মীয় আবুতালেব মোল্লার তাঁর বাড়ি থেকে বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার হয়। সে দিন এলাকায় পৌঁছেছিল এনএসজি। পরে ওই সন্দেশখালিতেই গোলাম শেখ নামে আর এক ব্যক্তির কাছ থেকেও উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। সেটা ছিল সন্দেশখালির রামপুরের পিঁপড়েখালি খেয়াঘাটের ঘটনা।

এখনই পদ থেকে সরছেন না সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রের মন্ত্রী হলেও এখনই বাংলায় সভাপতি বদল হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে অক্টোবর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব তাঁকেই সামলানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে রাজ্য সভাপতি নির্বাচন করতে সাংগাঠনিক নির্বাচন করা হয় বিজেপির তরফে। যা সম্পন্ন করতে ন্যূনতম তিন মাস লাগবে। ফলে নতুন সভাপতি হিসেবে এখনই কাউকে বেছে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না বলে জানান বিজেপির এক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, বালুরঘাট আসন থেকে দ্বিতীয়বার জয়ী হয়ে কেন্দ্রের রাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। গেরুয়া শিবিরের নিয়মানুসারে একই ব্যক্তি সরকার ও দলের পদাধিকারী থাকতে পারেন না। কোনও একটি ছেড়ে দিতে হয়। এক্ষেত্রে সুকান্তকে সভাপতির পদ ছাড়তেই হবে। নতুন রাজ্য সভাপতি কে হবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। তিন-চারজনের নাম ইতিমধ্যেই সামনে আসছে। দলের

অভ্যন্তরের আদি, নব্য ও তৎকাল বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ফলে নতুন সভাপতি বেছে নিতে অনেক অঙ্ক কষতে হচ্ছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। ফলে আশা আশঙ্কার দোলাচলে শীর্ষ নেতারা। এর মধ্যেই দলের এক শীর্ষনেতা জানান, যেহেতু বঙ্গের সভাপতির মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তাই দলের একদম নিচুতলা নির্বাচন হবে। পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে খুব কম করে হলেও তিন মাস সময় লাগার কথা।

তবে আরেকটি সূত্র জানাচ্ছে, দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর সাংগাঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অলিখিত কিছু পরিবর্তন এসেছে। যা হওয়া উচিৎ নয়। যেমন নিচুতলা থেকে না করে প্রথমে সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন করে ফেলা হচ্ছে। তিনি দায়িত্ব নিয়েই নিজের পছন্দের লোকজনদের রাজ্য সভাপতি করছেন। আবার রাজ্য সভাপতি ক্ষমতা পেয়েই জেলা, মণ্ডল ও বুথে নিজের পছন্দের লোকদের দায়িত্ব দিচ্ছেন। ফলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে। এবার কি একই পথে হাঁটবে শীর্ষনেতৃত্ব নাকি গঠনতন্ত্র মেনে নিচুতলা থেকে নির্বাচন শুরু করবে সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

আইনি রক্ষাকবচ পেলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আইনি রক্ষাকবচ পেলেন বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলার অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সেই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। মামলাটি উঠেছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চে। বুধবার সেই মামলার শুনানিতে ভাস্কর ঘোষকে আইনি রক্ষাকবচ প্রদান করে হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আদালতের নির্দেশ ছাড়া গ্রেফতার করা যাবে না সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ককে। তবে পুলিশ নিজেদের মতো করে

তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে বলেও জানিয়েছে আদালত।

এর পাশাপাশি পুলিশকে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অভিযোগকারীর মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১৮ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

এদিকে এদিনের শুনানির পর হাইকোর্ট চত্বরে ভাস্কর ঘোষের তরফের আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ভাস্কর ঘোষকে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। একাধিক মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। যেভাবেই হোক তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

আইনজীবী আরও জানান, 'আমরা এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়েছি। ১৬ তারিখের ঘটনায় ভবিষ্যতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের কাউকে যাতে গ্রেফতার না করা হয়, সেই আর্জি জানিয়েছি। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, এই মুহূর্তে গ্রেফতার করা যাবে না আদালতের অনুমতি ছাড়া। তবে তদন্ত তদন্তের মতো চলতে পারবে।'

বিপাকে সোহম, রেস্তোরাঁর মালিক হাইকোর্টের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিনেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে রেস্তোরাঁয় মারধরের অভিযোগ নিয়ে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন হোটেল মালিক আনিসুল ইসলাম। অভিযোগ আনিসুল এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের হুমকির মুখে পড়ছেন। এমনই প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাপত্তা ও যথাযথ তদন্তের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রেস্তোরাঁর মালিক। একইসঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে মামলাকারী পক্ষের। এদিকে হাইকোর্ট সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চ মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন রেস্তোরাঁর মালিককে। চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন আদালত চত্বরে রেস্তোরাঁ মালিক আনিসুল ইসলাম জানান, 'ঘটনাটি ঘটেছিল গত শুক্রবার।

বুধবার হয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত আমি কোনও তদন্ত দেখতে পাইনি। বিচার ব্যবস্থার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সেই কারণে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। আশা করছি বিচার পাব। আমি চাই যথাযথ তদন্ত হোক। নিরাপত্তার অভাবও বোধ করছি। পুলিশি তদন্তে আমি একেবারেই খুশি নই, তাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি।'

উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটেছিল গত শুক্রবার রাতে। নিউটাউনের সাপুরজির কাছে এক রেস্তোরাঁর কর্মীদের সঙ্গে বচসা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছিল শাসক দলের তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। যে সিসিটিভি ফুটেজ

প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে সেই রাতের গোলমালের ঘটনাও ধরা পড়েছে। অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীও ওই অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য ইতিমধ্যেই ক্ষমা চেয়েছেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। এই ঘটনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সোহমের দাবি, তিনিও রক্ত মাংসের মানুষ এবং গোটা ঘটনাটি 'হিট অব দ্য মোমেন্টে' হয়ে গিয়েছিল।

'হলিস্টিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড' আনছে শিক্ষা পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড় পরিবর্তন এবার বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায়। এবার থেকে একটি রিপোর্ট কার্ডেই থাকবে পড়ুয়াদের প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মার্কশিট। প্রতিটি ক্লাসে পড়ুয়াদের কেমন মূল্যায়ন হচ্ছে, সব নথিভুক্ত থাকবে এই রিপোর্ট কার্ডে। মঙ্গলবারই স্কুল শিক্ষা দফতর থেকে এই মর্মে চিঠি পাঠানো হয়েছে মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির কাছে। এই হলিস্টিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ডে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও পড়ুয়া কোন ক্লাসে কত নম্বর পেয়েছে, সে বিষয়ে উল্লেখ থাকবে।

এদিকে সূত্রে খবর, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই রিপোর্ট কার্ড চালু করতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেই মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মধ্য শিক্ষা পর্ষদকে। পর্ষদের অধীনে থাকা প্রত্যেক স্কুলকে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে, যাতে তারা এই শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রত্যেক পড়ুয়ার মার্কশিটের হিসেব নতুন হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে নথিভুক্ত করে।

উল্লেখ্য, এই নয়া ব্যবস্থায় প্রত্যেক পড়ুয়ার কোন ক্লাসে কেমন মূল্যায়ন হচ্ছে, কে কত নম্বর পাচ্ছে সেই সব হিসেব একটি রিপোর্ট কার্ডেই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের শিক্ষাজীবনের সামগ্রিক বিকাশ ও অগ্রগতির একটি ট্র্যাক রেকর্ড থাকবে এই হলিস্টিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ডে।

পুজোর বুকিং সামলাতে রবিবার খোলা রেল রিজার্ভেশন অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর সময় স্বপরিবারে ঘুরতে যেতে চান! এখন সেই সুযোগ করে দিল পূর্ব রেল। পুজোর অগ্রিম রিজার্ভেশনের নির্দিষ্ট দিন এসে গেল। ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি অনেকেই আগে থেকে পরিকল্পনা করে ফেলেছেন পুজোয় কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবেন। বাঙালির এই ভ্রমণ আখাঙ্খা চরিতার্থ করতে অগ্রিম রিজার্ভেশন পিরিয়ডে টিকিট কাটার জন্য পূর্বরেল অনেক সুবিধা নিয়ে এসেছে।

আসন্ন পুজোর সময় প্রত্যাশিত অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে, আগামী ১৬ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত প্রতি রবিবার, শিয়ালদা ও হাওড়া বিভাগের রিজার্ভেশন অফিসগুলি (পিআরএস এবং এসআরও উভয়ই) সকালের শিফটে খোলা থাকবে। যাতে যাত্রীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী টিকিট বুক করতে পারেন সেকথা মাথায় রেখেই এই ব্যবসথা। হাওড়া ডিভিশনের সমস্ত রিজার্ভেশন অফিস (পিআরএস এবং এসআরও) একই সময় খোলা থাকবে বলে জানানো হয়েছে রেলের তরফে।

শিয়ালদা ডিভিশনের ৪৫টি রিজার্ভেশন অফিস রবিবার খোলা থাকবে। তারমধ্যে রয়েছে শিয়ালদা, কলকাতা, বিধাননগর রোড, দমদম জংশন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, দক্ষিনেশ্বর, বেলঘরিয়া, সোদপুর, টিটাগড়, ব্যারাকপুর, শ্যামনগর, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী, রানাঘাট, মাজদিয়া, বগুলা, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর সিটি, বেথুয়াডহরী, দেবগ্রাম, পলাশী, বেলডাঙ্গা , বহরমপুর কোর্ট, মুর্শিদাবাদ, লালগোলা, লক্ষীকান্তপুর, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার, বিরাটি, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, হাবরা, ঠাকুরনগর, বনগাঁও, বসিরহাট, হাসনাবাদ, যাদবপুর, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, সোনারপুর, কোমাগাতা মারু, বজবজ, মাঝেরহাট এবং ক্যানিং স্টেশন।

ইডি'র ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ বিচারপতি অমৃতা সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আধিকারিকদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে এবার সরাসরি অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে। বুধবার তিনি মন্তব্য করেন, আমি জানতে পেরেছি, ইডি'র কয়েকজন আধিকারিকের কাজে অনীহা আছে। ইডি-র আইনজীবীর উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তাঁদের সতর্ক হতে বলুন। ভুলে যাবেন না, আদালতের নজরদারিতে তদন্ত চলছে।'

এই কথা যে মনগড়া নয় বুধবার সেটাও বুঝিয়ে দেন বিচারপতি সিনহা। আদালত কক্ষে তিনি বলেন, 'সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বলছি।' এরপরই বিচারপতি ইডি আধিকারিকদের কাছে জানতে চান নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় প্রশ্ন করেন, সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না। যদি না করা হয়, তবে কেন করা হয়নি এই প্রশ্নও করতে দেখা যায় বিচারপতি সিনহাকে। এরই রেশ ধরে তিনি এও জানতে চান জিজ্ঞাসাবাদে কোনও বাধা আছে কি না তাও।

সূত্রে খবর, বুধবার আদালতে জানানো হয়, এখনও পর্যন্ত ইডি ১৪৮ কোটি টাকার সম্পত্তি এবং সিবিআই ১৩ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার মোট সাড়ে ৭ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি সিনহা জানান, 'সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথা তাঁর জানা আছে।' এরপরই তিনি আধিকারিকদের প্রশ্ন করেন, 'ওই সম্পত্তির টাকার উৎস সম্পর্কে আধিকারিকরা জানেন কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে ইডি জানায়, তদন্তের ওই অংশ সিবিআই দেখছে। এরপর সিবিআই-এর আইনজীবী সিল করা খামে রিপোর্ট জমা দেয় আদালতে। সিবিআই জানিয়েছে, একজনের হদিশ পাওয়া গিয়েছে যে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলেছে , তবে অন্য একজনের হয়ে টাকা তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার ফল কী হল, তা নিয়ে কী অগ্রগতি হয়েছে, সেই প্রশ্নও করেন বিচারপতি। রাজ্যের রিপোর্ট এখনও না আসায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি সিনহা। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ৩০ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

সম্পাদকীয়

উন্নয়নের জন্য বিকল্প পথ এবার খুঁজতেই হবে

সংসদে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নেতারা আজ বলছেন, হয় দূষণ না হয় পরিবেশ, কোনও একটাকে বেছে নিতে হবে। পত্রপত্রিকায় পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলেও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উন্নয়নের সঙ্গে দূষণ নিয়ন্ত্রণের সংঘাত ঘটবে বলে মনে করা হয়। তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। আমজনতাও বিশ্বাস করে, উন্নয়ন চাইলে দূষণকে মেনে নিতেই হবে। অতএব দূষণই আমাদের ভবিতব্য। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমাদের এইসব ধ্যানধারণাকে বদলাতেই হবে। আর দেরি করা উচিত হবে না। উন্নয়নের যে মডেল বর্তমানে অনুসরণ করা হচ্ছে, তার বিকল্প মডেল কল্পনা করার শক্তি অধিকাংশ মানুষের মধ্যে না-ও থাকতে পারে। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীও মানবজাতিকে এই গ্রহ পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন। কারণ, এই গ্রহ নাকি দূষণের জন্য এক সময় আর বাসযোগ্য থাকবে না। অথচ, উন্নয়নের বিকল্প মডেল ভাবার, এবং অনুসরণ করার উপরে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয় না। ইউরোপের কোন ও কোনও দেশে 'গ্রিন পার্টি' রাজনৈতিক দল হিসেবে জনপ্রিয় হলেও এই পোড়া দেশে এখনও তেমন রাজনীতি অকল্পনীয়। দু'এক জন ব্যক্তিগত ভাবে কিছুটা লড়াই করলে, সেটাও আমজনতার কাছে অনেক সময়ই বিরক্তির কারণ হয়। ভারতে পরিবেশের সুরক্ষা কখনও ভোটের বিষয় হয় না। পরিবেশের জন্য আন্দোলনে শ্রেণিসংগ্রামের কাহিনি নেই বলেই হয়তো বামপন্থীরাও তাতে উৎসাহী নন। অপর দিকে পুঁজিবাদী মহাশক্তিধর দেশগুলি ১৯৯৭ সালের কিয়েটো চুক্তির পর বস্তুত এক পা-ও এগোতে পারেনি। কেবল বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থার বিপুল লাভের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হলে পরিবেশ বাঁচানো সম্ভব নয়। উন্নয়নের বিকল্প পথের কথা ভাবা প্রয়োজন।

আনন্দকথা

কয়েকটি ভক্তের ভাবাবস্থা হইয়াছে। নিত্যগোপালের ভাবাবস্থায় বক্ষঃস্থল রক্তিমবর্ণ হইয়াছে। সকলে উপবেশন করিলে মাস্টার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, রাখাল শুইয়া আছেন, ভাবাবিষ্ট ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত দিয়া "শান্ত হও" বলিতেছেন। রাখালের এই প্রথম ভাবাবস্থা। তিনি কলিকাতার বাসাতে পিত্রালয়ে থাকেন, মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান। এই সময়ে শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে কয়েক দিন পড়িয়াছিলেন। ঠাকুর মাস্টারকে দক্ষিণেশ্বরে বলিয়াছিলেন, "আমি কলিকাতায় বলরামের বাড়িতে যাব, তুমি আসিও।" তাই তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। (২৮শে ফাল্গুন, ১২৮৮, কৃষ্ণা ষষ্ঠী); ১১ই মার্চ, শনিবার ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, শ্রীযুক্ত বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

পীযুশ গোয়েল

১৯০৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ইএমএস নামবুদ্রিপাদের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পীযুশ গোয়েলের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট মহিলা তিরন্দাজ দীপিকা কুমারীর জন্মদিন।*

অবিস্মরণীয় জ্ঞানতাপস রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

একালে উপেক্ষিত !

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বন্ধ্যাত্বে কিংবা বৈধব্যে পরিণত হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। এই ধারণা কতটা যুক্তিসিদ্ধ, কতটা ব্যক্তিসিদ্ধ তা ভেবে দেখার বিষয়। বাংলায় যে এখনও ভালো প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সেগুলির বেশির ভাগটাই একাডেমিক স্বার্থে লিখিত, নয়তো একাডেমিক কাজে ব্যবহৃত হয়। আর সামান্য কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধাকারে সাধারণ পাঠকের মননে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে যুক্তি ও তথ্যের সমন্বয়ে, কিংবা অনুভূতির সুগভীর অন্বেষায় বা মননশীল সত্যের প্রসাদে ঋদ্ধ গদ্যরচনা হিসাবে প্রবন্ধের সর্বজনীনতা আজ আর নেই। তাই 'প্রবন্ধ' শব্দটির মধ্যে যে একাডেমিক ভাবনা জড়িয়ে রয়েছে, তা থেকে আমাদের চেতনা সরিয়ে রাখা বড় দায় হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই ভাবনা একেবারে একালের ধারণা নয়। বহু আগে থেকেই প্রবন্ধকে সৃজনশীল সাহিত্যে এক পঙক্তিতে বসানো হত না। কিন্তু সেই প্রবন্ধই ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীতে বহু মনীষী-সাহিত্যিকের হাতে সৃজনাত্মক শিল্প হয়ে উঠেছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক সাহিত্যিকই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু তা হলেও সাহিত্যের অন্যান্য জনপ্রিয় শাখার পাশে প্রবন্ধ শাখাটি তুলনামূলকভাবে অনুজ্জ্বল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ তাঁর রসসাহিত্যের পাঠকের সমীহ আদায় করতে অনেকটাই ব্যর্থ। অথচ তাঁর প্রবন্ধও রসসাহিত্যের মতো উপাদেয়। প্রবন্ধের প্রতি সাধারণ পাঠকের এক প্রকার অনীহা প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিল। কিন্তু সেই অনীহা ক্রমে এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট বন্ধন এখন মনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলে প্রতিভাত হয়। ফলে সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করে মননের ছাড়পত্র পাওয়া আজ বড় দায়। প্রবন্ধ ব্যাপারটাই যেন ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষক এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজনে লেখা। তার ফলে প্রবন্ধের সর্বজনীনতা এখন তলানিতে। অথচ বাংলা প্রবন্ধের উপর সেকালে একপ্রকার অনীহা থাকলেও পাঠক সাধারণ্যে সর্বজনীনতা বজায় ছিল। সেই কালের আত্মনিবেদিত জ্ঞানতাপস রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (২২.০৮.১৮৬৪-০৬.০৬.১৯১৯) প্রাবন্ধিক সত্তাতেই তার পরিচয় সমুজ্জ্বল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে বাংলা প্রবন্ধের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিংশ শতাব্দীতেও সেই ধারা অব্যাহত থাকে। সমাজ-ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত মননঋদ্ধ প্রবন্ধে বাংলার পাঠকসমাজ নিজেদের চিন্তনের খোরাক খুঁজে পেতেন। ফলে সে সময় বাংলা প্রবন্ধের একটি বিশেষ ভূমিকা সক্রিয় ছিল। অনেক সাহিত্যিকই রসসাহিত্য লেখার পাশাপাশি মননশীল প্রবন্ধ রচনা করতেন। আবার কেউ কেউ সারাজীবন ধরে শুধুমাত্র প্রবন্ধ রচনাতেই নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তেমনই একজন সাহিত্যিক। রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে যে কয়েকজন সাহিত্যিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর সেদিক থেকে স্বতন্ত্র পথিক। তিনি প্রবন্ধকেই তাঁর ভাব প্রকাশের হাতিয়ার করেছিলেন। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ও রিপন কলেজের তথা বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর অন্বেষা প্রকৃতিই তাঁকে বহু বিষয়ে কৌতূহলী করে তুলেছিল। সেজন্য তিনি বিজ্ঞান ছাড়াও বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আর সেইসঙ্গে তাঁর প্রখর মনীষায় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনায় তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর। তাঁর প্রবন্ধের পাণ্ডিত্যের ভার নেই, কিন্তু ধার আছে। আবার তাতে বিদ্যার গমক নেই, চমক রয়েছে। কথার ছলে তিনি অনেক দুরূহ বিষয়কে সহজ করে তুলেছেন, জটিল বিষয়কে প্রাঞ্জল করে বলেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং সহায়ক হয়ে উঠেছে। সেজন্য তাঁর সমসাময়িক আর একজন স্মরণীয় প্রাবন্ধিক প্রমথনাথ বিশীর মনে হয়েছে 'অনেক জানিলে তবেই সংক্ষেপে বলা যায়। গভীর ভাবে জানিলে তবেই সরলভাবে প্রকাশ করা যায় — এই উক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ, রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধাবলী।' (ভূমিকা, 'সাহিত্য-সম্পুট')।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রবন্ধ সম্পর্কে গতানুগতিক যে রাশভারি ভাবনা আজও আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তার ছিঁটে-ফোঁটা লক্ষ করা যায় না। তাঁর প্রবন্ধের বইগুলির নামকরণের মধ্যেও তার পরিচয় রয়েছে। যেমন, 'প্রকৃতি' (১৩০৩), 'জিজ্ঞাসা'' (১৩১০), 'চরিতকথা' (১৩২০), 'কর্মকথা' (১৩২০), 'শব্দকথা' (১৩২৪) প্রভৃতি। তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' তো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙালির মুখে ভাষা জুগিয়েছিল। শুধুমাত্র প্রবন্ধরচনার মাধ্যমেই রামেন্দ্রসুন্দর বাংলার সুধীসমাজে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন ছিলেন। অথচ একালে সেই প্রবন্ধ পাঠকের সর্বজনীনতা অস্তাচলগামী। কিন্তু কেন? এখনকার বেশিরভাগ জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তার অধিকাংশ প্রবন্ধই বিষয় নির্ধারণ করে লিখিয়ে নেওয়া। ফলে সেগুলি অনেকক্ষেত্রেই মনের তাগিদে লেখা না হওয়ায় প্রাণের ছোঁয়া কম থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধের স্বাদ অনেকক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকার উপসম্পাদকীয় বা উত্তরসম্পাদকীয়তে মিটে যায়। বেশির ভাগ খবরখাদক বাঙালি প্রবন্ধের মধ্যে যুক্তি ও তথ্যের কচকচানি খুঁজে পায়। ফলে তার টান অনুভব করে না। চতুর্থত, বর্তমানের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খবরে ও খবরের বিশ্লেষণে ও তথ্যের ভাষ্যে প্রবন্ধের চাহিদা কমে আসে। তার উপর রকমারি প্রচ্ছদকাহিনির ছয়লাপ। ফলে প্রবন্ধ যেন আজ ছাত্র-গবেষক শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজনেই লেখা হয়। সেক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীরা বড়ই অচল হয়ে পড়েছেন বলে মনে হবে।

আসলে ভাবুক বাঙালি সম্বন্ধে একটি অপবাদ অদ্যাবধি চালু রয়েছে। ঘরকুনো বাঙালিকে ভাবের ঘরে চুরি করায় সামিল করানোটা বাঙালির স্বভাবসুলভ বিশেষত্ব বলে ধরে নেওয়া হয়। অথচ সেই অপবাদটিতে 'অপ'ও নেই আর 'বাদ' আপনিই স্বধর্ম রক্ষা করে চলে। আসলে বাঙালি যেমন এখন আর তেমন ঘরকুনো নয়, তেমনি তার ভাবের ঘরটি ক্রমশ শূন্য হয়ে পড়েছে। আর সেই ঘরটি কালান্তরে আধুনিক ভোগবাদে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে ভাবের ঘরে চুরি করতে এসে তার ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়। অন্যদিকে চুরি করতে এসে ভোগবাদকে হস্তগত করার প্রলোভন আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে ভাবের ঘরে অনুপ্রবেশ করে বাঙালির উর্বর মস্তিস্ক ভাবের পরিবর্তে ভোগকে কীভাবে করায়ত্ব করা সম্ভব, সে বিষয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। কেননা ভোগের ধর্মই হচ্ছে বিকৃত অস্থিরতা সৃষ্টি করা। সেক্ষেত্রে ভাব আপনাতেই উবে যায়। এই আধুনিক কালে ভোগের নিমিত্তে জানার কৌতূহল রয়েছে, কিন্তু ভাবার সময় কোথায় ! মনে রাখতে হবে আমাদের তথ্যের বিপ্লব ঘটেছে, ঘটেছে বিস্তার, কিন্তু তাতে তত্ত্বের বনেদিয়ানায় বিশেষ কোনো হেরফের ঘটেনি। অন্যদিকে ভোগে পল্লবগ্রাহিতাই যথেষ্ট, কিন্তু ভাবুকের রসায়নে তা আত্মস্থ করা জরুরি। সেক্ষেত্রে ভোগের তৃপ্তিবোধ নিয়ে তো আর ভাবুকের রসাস্বাদন সম্ভব নয়। আর তাই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীদের মতো জ্ঞানতপস্বীদের বিষয়ানিষ্ঠ প্রবন্ধের শ্রমসাধ্য অর্থজালকে ছিন্ন করে মননের মধু সংগ্রহের সদিচ্ছার প্রত্যাশা আপনাতেই অন্তর্হিত হয়ে পড়ে। কেননা সেখানে মননের মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ভোগবাদী মৌমাছির হুলে বিদ্ধ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। এজন্য আচার্যের মননের মধু চেয়ে এ যুগে সহজভোগ্য চটকদার বৈচিত্রবাদী সাময়িক চিত্তজয়ী মুখোরোচকই উপাদেয় মনে হয়। যুগের দাবিতে রামেন্দ্রসুন্দর'রা তাই জ্ঞানতপস্বীতে সেকেলে প্রণম্য হলেও একালের মান্যতায় ত্রিশঙ্কুতে শোভিত। অর্থাৎ অস্তিত্ব স্বীকার করেও তার গ্রহণে অনাগ্রহতা বর্তমান। সেক্ষেত্রে একালের বাংলা সাহিত্যে বস্তুগত প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সহাবস্থান ঘটেছে বলে মনে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে বাংলা প্রবন্ধের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিংশ শতাব্দীতেও সেই ধারা অব্যাহত থাকে। সমাজ-ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত মননঋদ্ধ প্রবন্ধে বাংলার পাঠকসমাজ নিজেদের চিন্তনের খোরাক খুঁজে পেতেন। ফলে সে সময় বাংলা প্রবন্ধের একটি বিশেষ ভূমিকা সক্রিয় ছিল। অনেক সাহিত্যিকই রসসাহিত্য লেখার পাশাপাশি মননশীল প্রবন্ধ রচনা করতেন। আবার কেউ কেউ সারাজীবন ধরে শুধুমাত্র প্রবন্ধ রচনাতেই নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তেমনই একজন সাহিত্যিক। রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে যে কয়েকজন সাহিত্যিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর সেদিক থেকে স্বতন্ত্র পথিক। তিনি প্রবন্ধকেই তাঁর ভাব প্রকাশের হাতিয়ার করেছিলেন। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ও রিপন কলেজের তথা বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর অন্বেষা প্রকৃতিই তাঁকে বহু বিষয়ে কৌতূহলী করে তুলেছিল। সেজন্য তিনি বিজ্ঞান ছাড়াও বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আর সেইসঙ্গে তাঁর প্রখর মনীষায় বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনায় তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর। তাঁর প্রবন্ধের পাণ্ডিত্যের ভার নেই, কিন্তু ধার আছে। আবার তাতে বিদ্যার গমক নেই, চমক রয়েছে। কথার ছলে তিনি অনেক দুরূহ বিষয়কে সহজ করে তুলেছেন, জটিল বিষয়কে প্রাঞ্জল করে বলেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং সহায়ক হয়ে উঠেছে। সেজন্য তাঁর সমসাময়িক আর একজন স্মরণীয় প্রাবন্ধিক প্রমথনাথ বিশীর মনে হয়েছে 'অনেক জানিলে তবেই সংক্ষেপে বলা যায়।

একালের বাংলা সাহিত্যে বস্তুগত প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সহাবস্থান ঘটেছে বলে মনে হয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কংগ্রেস কর্মী খুনে ৫৯ তৃণমূলিকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানিকচকে কংগ্রেস কর্মী খুনের ঘটনায় দলের ৫৯ জন কর্মীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ তুলল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। আর এই অভিযোগকে ঘিরেই এখন মালদার রাজনীতি রীতিমতো সরগরম হয়ে উঠেছে। যদিও মানিকচকে ওই কংগ্রেস কর্মী খুনের ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছিল, পুরনো বিবাদকে ঘিরেই এলাকার দুষ্কৃতীদের হামলাতেই খুন হতে হয়েছে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জেসারতটোলা গ্রামের যুবক আকমল শেখকে (২৬)।

কিন্তু মৃতের পরিবারের অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে এলাকার কিছু তৃণমূলি জড়িত রয়েছেন। আর সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই পুলিশ এখনও পর্যন্ত আনোয়ার হোসেন নামে একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়াও মৃতের পরিবার পক্ষ থেকে যে ৫৯ জনের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। ফলে এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের ফাঁসাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে জেসারতটোলা গ্রামের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী কুপিয়ে খুন করে আকমল শেখকে। যদিও এই খুনের পিছনে পুরনো শত্রুতা এবং টাকাপয়সার লেনদেন যুক্ত বলেও প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারে। পুলিশ কিছু প্রশ্ন উঠেছে তারপরেও কী কারণে মিথ্যা মামলায় সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকদের ফাঁসানো হচ্ছে।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানিয়েছেন, 'যে ঘটনাটি ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত করে ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু তা বলে এলাকার তৃণমূল কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হবে এটা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। যারা প্রকৃত অপরাধী তাদেরকে গ্রেপ্তার করুক পুলিশ। কিন্তু এখানে কংগ্রেসিরা ষড়যন্ত্র করে মৃতের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেছে বেছে এলাকার ৫৯ জন তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

মানিকচকের কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মুস্তাকিন আলম জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে পুলিশ আনোয়ার হোসেন নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে ঘটনার মূল চক্রান্তকারী আরও অনেকেই রয়েছে। তাদেরকে এখনও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এই ঘটনার পিছনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে। মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের পাশে থেকেই পুলিশকে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে। মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, খুনের ঘটনার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। তবে এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক কোনও বিষয় জড়িত রয়েছে কিনা, তা এখনই পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের দখল নোটিশ, কলকাতা অধীনে ৩০.০৫.২০২৪ সংস্করণে একদিন পত্রিকায় প্রকাশিত **সারণি ক্রম নং ১** এর **ঋণগ্রহীতার নাম** অক্ষয় পান্ডের পরিবর্তে পড়তে হবে : **শ্রী আকাশ পান্ডে**। বিজ্ঞাপনের অন্যান্য বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে আমরা দুঃখিত।

এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লি.
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ''আইডিয়াল প্লাজা' স্যুট এন৩১৬, ৪র্থ তল, ১১/১ শরৎ বোস রোড, কলকাতা : ৭০০০২০
CIN: U67120WB2004PTC097789
ফোন নং : ০৩৩ ২২৯০ ২১০০
ইমেল আইডি : mailbox@ssdsecurities.in
ওয়েবসাইট : www.ssdsecurities.in

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,ইউরেকা স্টক অ্যান্ড শেয়ার ব্রোকিং সার্ভিসেস লি. এর নিকট ডিপোজিটরি ব্যবসা স্থানান্তর নিমিত্ত ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট হিসেবে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সমর্পণ।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লি.** সেবির নিকট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়ার (ডিপোজিটরিজ অ্যান্ড পার্টিসিপেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৮ অনুযায়ী উল্লেখ্য সেবি রেজিস্ট্রেশন নং **আইএন-ডিপি-৫৯০-২০২১** অনুযায়ী নথিভুক্ত এবং '**এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লি.**' থেকে '**ইউরেকা স্টক অ্যান্ড শেয়ার ব্রোকিং সার্ভিসেস লি.**' এর নিকট ডিপোজিটরি ব্যবসায় স্থানান্তর নিমিত্ত ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের (এনএসডিএল) ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট হিসেবে কাজ বন্ধ করেছে। সংশ্লিষ্ট নোটিশ ইতিমধ্যেই **২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে** সকল ডিমাট অ্যাকাউন্টধারীগণকে অবগত করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি বিষয়সমূহ স্থানান্তর বিষয়ে।আরও অবগত করা হচ্ছে যে, সেবি কর্তৃক প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সমর্পনের প্রক্রিয়াবদ্ধ। ফলে সংশ্লিষ্ট সময় থেকে **এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লি.** -এনএসডিএল এর পার্টিসিপেন্ট হিসেবে আর কোনও কাজে যুক্ত থাকবে না।
কোনও কারণে এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লি.এর কোনও মক্কেলের কোনও অভিযোগ বা বিতর্কিত বিষয় থাকলে তা **ইউরেকা স্টক অ্যান্ড শেয়ার ব্রোকিং সার্ভিসেস লি.** এর নিকট জানাতে পারেন।

এসএসডি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লি. এর পক্ষে
গৌতম ভারতিয়া
তারিখ : ১৩.০৬.২০২৪ **ডিরেক্টর**

সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় পঞ্চায়েতের বারান্দাই ঠিকানা বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: একটা সময় জামাইষষ্ঠীর দিন এলেই ভরে উঠত তাঁর দালান কোঠা। পাঁচটা জামাই এবং মেয়ে মিলে ভরে তুলতেন তাঁর সংসার। রীতিমতো হইহই করে সামর্থ্যের মধ্যেই জামাই বরণ করতেন গীতা দাস। বাটানগরের চিংড়ি পোতা গ্রামের বাসিন্দা গীতা দেবী ও স্বামী মাধুরবাবু রীতিমতো মেতে উঠতেন আনন্দে ছেলে মেয়েদের নিয়েই। কিন্তু সেসব আজ সুখ ও স্মৃতি মাত্র। এখন হাওড়া বাগনানের হারপ পান বাজারে অবস্থিত হাটুরিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বারান্দায় বসে সেই সুখ স্মৃতি হাতড়ে চলেছেন সত্তর বছর বয়সি বৃদ্ধা গীতা দাস।

জানা গিয়েছে, আট সন্তানের জননী হয়েও তাঁর ঠাঁই হয়নি তিন ছেলের কাছে। আনন্দ, মনন, সুমনের সংসারে। কারণ স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অবস্থার সম্পত্তি বিক্রির জন্য সই করেননি গীতা দেবী। তাই তিন সন্তান এবং স্বামী মিলে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন মাস খানেক আগে। এমনকি সম্পত্তিতে যাতে গীতা দেবীর কোনও স্বত্ব না থাকে তার জন্য তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা ও হয়েছিল বলে বুধবার জামাইষষ্ঠীর দিন কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করলেন। এখন বাটানগর ছেড়ে বাগনান-আমতা রোডের পাশে বাপের বাড়ি হারপে হাটুরিয়া দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বারান্দাই তার শেষ ঠিকানা। আশপাশের লোকজনের দেওয়া খাবারেই দিন গুজরান তাঁর। মাথায় এক টুকরো আশ্রয়ের জন্য বাবার বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ভাইপোরা ঠাঁই দেননি তাঁকে বলে অভিযোগ করেন। এখন চাইছেন শ্বশুরবাড়ির রেশন কার্ড পরিবর্তন করে বাবার বাড়িতে কাজ করতে। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতে দিন কাটাচ্ছেন তিনি।

হাটুরিয়া দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুপ্রসূন সামন্ত জানান, ওই বৃদ্ধার রেশন কার্ড সহ অন্যান্য সমস্যার সুরাহা যাতে হয় তার সমস্ত রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। বলাই বাহুল্য একটা সময় জামাইদের আপ্যায়নে যে শাশুড়ি সময় পেতেন না কোনও দিকে তাকানোর সেই তিনি বুধবার অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন আকাশের দিকে।

পথ দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভিটি কাটিয়ারের বাঙার মোড় এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে এক পথ দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, একটি টাটা সুমোর সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃতদের নাম আলোক মণ্ডল (৪৫), দুলালি সরকার (৪২), সঞ্জয় সরকার (৩৮) (ড্রাইভার) ও অনিতা সরকার (৩৬)। এই দুর্ঘটনায় আহত ও মৃত প্রত্যেকেরই বাড়ি জগদীশপুর পঞ্চায়েতের কমলতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ থানার জগদীশপুর এলাকার বাসিন্দা রাজকুমার সরকারের মেয়ে ঝুম্পা সরকারের সাংসারিক অশান্তি চলছিল বেশকিছু দিন ধরে। সেই বিষয়ে আলোচনা করতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার লেলগাঁও গ্রামে একটি টাটা সুমো গাড়িতে চেপে যাচ্ছিলেন রাজকুমার সরকার ও তাঁর স্ত্রী দুলালি সরকার, জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য মানস সরকার সহ গ্রামের প্রশান্ত সরকার, আলোক মণ্ডল, সঞ্জয় মণ্ডল ও অনিতা সরকার। গাড়িটি ভিটি কাটিয়ারের বাঙার মোড় এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পৌঁছতে উলটো দিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে টাটা সুমোর যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানা পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ তড়িঘড়ি গুরুতর আহতদের রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। রাতেই তাঁদের মধ্যে আলোক মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এদিন সকালে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়। টাটাসুমো ও লরিটিকে পুলিশ আটক করেছে। এই দুর্ঘটনার খবর জানাজানি হতেই হাসপাতালে ছুটে আসেন আত্মীয় পরিজনেরা। দেবাশিস মণ্ডল নামের এক গ্রামবাসী জানিয়েছেন, পারিবারিক সমস্যা মেটাতে তাঁর কাকা, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আরও কয়েকজন মিলে যাচ্ছিলেন। পথে লরির সাথে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

২ নম্বর জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ বর্মন জানিয়েছেন, 'পরিবারের পাশে আছি।' পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে।

মোটর ভ্যান উলটে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মোটর ভ্যান উলটে মৃত্যু হল এক মহিলার। গুরুতর আহত মহিলার স্বামী। মৃত ওই মহিলার নাম দীপালি রুইদাস। তাঁর বাড়ি কাশীপুরের বড়পাতা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মহেশ্বরপুরের কাছে। জানা গিয়েছে, কালনার ঘাট থেকে গঙ্গায় স্নান করে জামাইষষ্ঠীর কেনাকাটা সেরে মঙ্গলবার বিকেলে মোটর ভ্যানে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন ওই দম্পতি। ফেরার সময় মোটর ভ্যান উলটে মৃত্যু হয় মহিলার। দুর্ঘটনায় ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর স্বামী প্রসাদ রুইদাস। তাঁকে বুধবার সকালে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃতের ভাই কৃষ্ণ রুইদাস জানিয়েছেন, বুধবার সকালে বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল দিদি জামাইবাবুর। তবে জামাইবাবু গুরুতর আহত হন। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বর্ধমানে ভর্তি করা হয়।

টিচার ইনচার্জের বদলির নির্দেশে বিদ্যালয়ের গেটে তালা, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: টিচার ইনচার্জের বদলির নির্দেশ আসার খবরে কাঁকসার গয়াসপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ও অভিভাবকরা। বুধবার সকাল থেকে গেটে তালা ঝুলিয়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। পড়ুয়াদের দাবি, বিদ্যালয়ে যিনি টিচার ইনচার্জ রাজেশ কুমার অধিকারী, তিনি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাদের লেখাপড়া শেখান। তাঁকে তারা কোনও মতেই ছাড়তে চায় না।

অভিভাবকরা জানিয়েছেন, কোনও পড়ুয়া বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে পরের দিন সটান তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হন ওই শিক্ষক। কী কারণে বিদ্যালয়ে সে আসেনি তার খোঁজ নেন। তার জন্যই বর্তমানে ওই বিদ্যালয়ে পড়াশোনার মান এখন অনেকটাই ভালো। এমনকি বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের অনুপস্থিতির হারও কমে গিয়েছে। তাই সকলের প্রিয় শিক্ষককে কেউ ছাড়তে চান না বলেই সকাল থেকে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। যতক্ষণ না স্কুল শিক্ষা দপ্তর ওই শিক্ষকের বদলি বাতিল করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আন্দোলন করবেন বলে জানিয়েছেন।

টিচার ইনচার্জ রাজেশ কুমার অধিকারী জানিয়েছেন, তাঁকে বদলি করে কাঁকসার সিলামপুরে পাঠানো হচ্ছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাঁকে ওই বিদ্যালয়ে যোগ দিতে বলা হয়েছে। সেই অর্ডার আসার খবরেই মানুষ তাঁকে যেতে দিতে চাইছেন না। এলাকার মানুষ ও পড়ুয়ারা তাঁকে ভালোবাসেন। এটা তাঁর কাছে একটা আলাদা প্রাপ্তি। এর আগেও নির্দেশ এসেছিল, সেই সময়েও মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁকে আটকে দেন। তবে সরকারি নির্দেশ তিনি অবমাননা করতে পারেন না। তাই তিনি গোটা বিষয়টি স্কুল পরিদর্শককে জানিয়েছেন। তারা যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাই তাঁকে মেনে চলতে হবে।

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
(CIN) L65190MH2004GOI1148838
আইডিবিআই হাউস ৪৪, শেক্সপীয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭ ফোন : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৬১৩

সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশ

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান শ্রী রঘুনাথ ঘোষ-কে (ঋণগ্রহীতা) - লোন এ/সি নং : ১০১৩৬৭৫১০০০০১১২০, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণ খেলাপির জন্য বিধিবদ্ধ নোটিশ

১) যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সারফেসি আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত রুল ৩ এবং উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে (পরবর্তীতে উল্লিখিত ''উক্ত ঋণগ্রহীতা'') নোটিশে পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন, বিস্তারিত নিম্নে উল্লিখিত।
২) উল্লিখিত নোটিশটি ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়নি। তাই ব্যাঙ্ক সতর্কতা অবলম্বন করে দাবি নোটিশের এই প্রকাশনাকে কার্যকর করছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাই, উক্ত আইন অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় এই নোটিশটি আটকে দিয়েছেন। উল্লিখিত নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা, তারা চাইলে, অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কাজের দিনে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উল্লিখিত কপিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন।
৩) উপরের পটভূমির বিরুদ্ধে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল, আবারও, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে অর্থপ্রদান করার জন্য, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, ঋণ এবং অন্যান্য নথির অধীনে নীচে দেওয়া হিসাবে নির্দেশিত/প্রদেয় পরিমাণ। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে, নিম্নোক্ত সিকিউরিটিগুলি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত মতে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) এনপিএ তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	১. ঋণগ্রহীতা - শ্রী রঘুনাথ ঘোষ ২. ১০১৩৬৭৫১০০০০১১২০	১. ০৭.০৬.২০২৪ ২. ০৮.০২.২০২৩ ৩. ৮,৭২,৩৭১.১৪ টাকা (আট লাখ বাহাত্তর হাজার তিনশ একাত্তর টাকা এবং চোদ্দ পয়সা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি (জমি এবং ভবন)অবস্থিত মৌজা : নারনা, জেএল নং ৪০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৯১৬, এলআর পুরানো খতিয়ান নং ১১৬৮, এলআর নতুন খতিয়ান নং ২৯৫৬, থানা এবং এডিএসআর ডোমজুড়, জেলা এবং ডিএসআর হাওড়া,স্থানীয় নারনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি,দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,পশ্চিমে : অংশ দাগ নং ৪৯১৭।

* আরও পরবর্তী চুক্তির হার/বকেয়া সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ থেকে সম্মত মতে সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য।
৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত বকেয়া আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং রুল অধীনে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকি, শুল্ক এবং অন্যান্য দায়বদ্ধতা অধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেবে।
৫) আরও, সময়ের সাপেক্ষে, আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৬) উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের উক্ত সারফেসি আইনের অধীনে নিরাপদ সম্পদ হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ, তা বিক্রির মাধ্যমে, লিজ বা অন্যথায় আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই। যে কোনো ব্যক্তি যে আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘন করতে সহায়তা করে সে আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে প্রদত্ত কারাদন্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়বদ্ধ।

তারিখ : ১৩.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৫.০৬.২০০৩
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U74140WB2003PTC096328
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৫এ, পাম এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৯
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১১.০৬.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	০৮.১২.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	জীতেন্দ্র লোহিয়া রেজি নং IBBI/IPA-001/P00170/2017-18/10339
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : jitulohia@knjainco.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ক্লাস ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রফেশনালস প্রা. লি. ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : cirp.shomukconsultancy@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৫.০৬.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Weblink: https://ibbi.gov.in/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১১.০৬.২০২৪ তারিখে।
শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৫.০৬.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ-প্রযোজ্য নয় অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

জীতেন্দ্র লোহিয়া
শোমুক কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডএর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/P00170/2017-18/10339
রেজি অফিস : ২/৭, শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
রেজি ইমেল : jitulohia@knjainco.com
এএফএ নং : AA1/10339/02/101224/106527, এএফএ বৈধ ১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ১২.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
Karur Vysya Bank — Smart way to bank
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ (এআরবি)-কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯ যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২
ইমেইল : head.arbkolkata@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি মেগা ই-অকশনের তারিখ ২৯.০৬.২০২৪

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৯.০৬.২০২৪ তারিখে** দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. বকেয়া আদায় করা হবে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে।

খড়গপুর শাখা - **ক্রম নং ১. ১) শ্রীমতী শ্রাবণী দণ্ডপাট (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী-শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট, সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর-৭২১১০১, **২) শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট (জামিনদার)** পিতা- শ্রী পাঁচু গোপাল দণ্ডপাট, সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া:৩১.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৬,৪০,৩২,৮৫৫.২১ টাকা (ছয় কোটি চল্লিশ লাখ বত্রিশ হাজার আটশ পঞ্চান্ন টাকা এবং একুশ পয়সা)** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. মৌজা- টাঙ্গাগেরিয়া, জেএল নং ৪৪৩, থানা আনন্দপুর, ওয়ার্ড নং ৯, কেশপুর ব্লকের আনন্দপুর জিপি, হাল খতিয়ান নং ৪৯৩/১, হাল প্লট নং ১২৫৭, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকা ৪০ ডেসিমেল, দলিল নং ৫৯১৭ তারিখ ০৯.১১.২০০৯ শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাটের নামে আছে।
(উপরের সম্পত্তির জন্য বিডটি ক্র.নং ২ -এর দফা নং ১ -এ উল্লেখ করা সম্পত্তির সঙ্গে একসঙ্গে গৃহীত হবে)
(ক্র.নং ২ -এর দফা নং ১ এবং ক্র নং ১ -এর দফা নং ১ একসঙ্গে)

সংরক্ষিত মূল্য : ১,০৮,০০,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১০,৮০,০০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

ক্র. নং. ২) ১) শ্রী অমল দণ্ডপাট (ঋণগ্রহীতা) পিতা- শ্রী পাঁচু গোপাল দণ্ডপাট, গ্রাম এবং পোস্ট- বুড়াপাত, থানা- আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ এবং গ্রাম এবং পোস্ট- সাতবুবি খালাকপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২৬০, পশ্চিমবঙ্গ, **২) শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট (জামিনদার),** পিতা- শ্রী পাঁচু গোপাল দণ্ডপাট, সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর-৭২১১০১ পশ্চিমবঙ্গ, **৩) শ্রীমতী শ্রাবণী দণ্ডপাট (জামিনদার)**, স্বামী-শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর-৭২১১০১ পশ্চিমবঙ্গ, **৪) শ্রীমতী নন্দিতা দণ্ডপাট (জামিনদার)**, স্বামী-শ্রী অমল দণ্ডপাট গ্রাম ও পোস্ট- বুড়াপাত থানা- আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৫,৩৩,৯৫,০৪১.৪১ টাকা (পাঁচ কোটি তেত্রিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার একচল্লিশ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা)** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. মৌজা-টাঙ্গাগেরিয়া, জেএল নং ৪৪৩, থানা আনন্দপুর, ওয়ার্ড নং ৯, কেশপুর ব্লকের আনন্দপুর জিপি, আরএস খতিয়ান নং ৪০৯, এলআর খতিয়ান নং ২৭, আরএস প্লট নং ৮৪৩, এলআর প্লট নং ৮৪৩/১২৫৬, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকা ২০ ডেসিমেল, দলিল নং ১৬১১ তারিখ ২৫.০২.২০১৫ শ্রীমতী শ্রাবনী দণ্ডপাটের নামে কার্যকর করা হয়েছে।
(উপরের সম্পত্তির জন্য বিডটি ক্র.নং ১ -এর দফা নং ১ -এ উল্লেখ করা সম্পত্তির সঙ্গে একসঙ্গে গৃহীত হবে)
(ক্র.নং.২ এর দফা নং ১ এবং ক্র. নং. ১ এর দফা নং ১ একসঙ্গে)

সংরক্ষিত মূল্য : ১,০৮,০০,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১০,৮০,০০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

দফা নং ২. ক) মৌজা-সাতবুদি, জেএল নং. ১৪৩, হাল খতিয়ান নং. ১৩৪, হাল প্লট নং. ৬/৫০২ এবং প্লট নং. ৬, থানা-আনন্দপুর, আমানপুর ৩ নং জিপির অধীনে কেশপুর ব্লক, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি। এলাকা ১৮ ডেসিমেল দলিল নং ৪৬৮ তারিখ ২৪.০৫.২০০৫, শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।
দফা নং ২. খ) মৌজা-সাতবুদি, জেএল নং. ১৪৩, হাল খতিয়ান নং. ১৩৪, হাল প্লট নং. ৬/৫০১, থানা-আনন্দপুর, আমানপুর ৩ নং জিপির অধীনে কেশপুর ব্লক, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি। এলাকা ০৪ ডেসিমেল দলিল নং ৬৮৪ তারিখ ২৪.০৫.২০০৫, শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট -এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।
দফা নং নং ২. গ) মৌজা-বুড়াপাত, জেএল নং ১৪১, খতিয়ান নং ২১৭, হাল খতিয়ান নং ১৮৬,৮৯,২৯ এবং প্লট নং ৫৪৩ থানা-আনন্দপুর, আমানপুর ৩ নং জিপির অধীনে কেশপুর ব্লক, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি। এলাকা ০৪ ডেসিমেল, দলিল নম্বর ৪৮৬ তারিখ ২৪.০৫.২০০৫ শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।
দফা নং নং ২. ঘ) মৌজা-বুড়াপাত, জেএল নং ১৪১, এলআর খতিয়ান নং ১০৮, খতিয়ান নং ১৩৫(এস) হাল খতিয়ান নং ৪/১, প্লট নং ৫৪৫, থানা-আনন্দপুর, আমানপুর ৩ নং জিপি অধীনে, কেশপুর ব্লকে, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, এলাকা ০৫ ডেসিমেল, দলিল নং ১৭৭২ এবং ১৭৭৩ তারিখ ১৭.০৬.২০০৩ শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।

সংরক্ষিত মূল্য : ৮৫,৫৬,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ৮,৫৫,৬০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

দফা নং ৩. মৌজা-বুড়াপাট, জেএল নং ১৪১, খতিয়ান নং ১৭০, প্লট নং ৫৪৭, থানা- আনন্দপুর, কেশপুর ব্লকের ৩ নং আমনপুর জিপির অধীনে, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি, মোট এলাকা ৬.০ ডেসিমেল, ডিড নং. ৪৬৯ তারিখ ০৯.০২.২০১১ শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।

সংরক্ষিত মূল্য : ১২,৮০,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১,২৮,০০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

দফা নং ৪. মৌজা-সাতবুদি, জেএল নং. ১৪৩, হাল খতিয়ান নং. ২২৪, খতিয়ান নং ৮/১, হাল প্লট নং. ২৭, থানা-আনন্দপুর, আমানপুর ৩ নং জিপির অধীনে কেশপুর ব্লক, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর প্রেমিসেসে থাকা সমস্ত জমি সম্পত্তি। মোট এলাকা ৬২ ডেসিমেল, দলিল নং ১৫২৫ তারিখ ০৬.০৬.২০০৪, শ্রী অমল কুমার দণ্ডপাট এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে।

সংরক্ষিত মূল্য : ১,১১,৬০,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১১,১৬,০০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

ক্র. নং. ৩). ১) শ্রীমতী নন্দিতা দণ্ডপাট (ঋণগ্রহীতা), স্বামী-শ্রী অমল দণ্ডপাট, গ্রাম এবং পোস্ট- বুড়াপাত, থানা- আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, **২) শ্রী অমল দণ্ডপাট (জামিনদার),** পিতা-শ্রী পাঁচু গোপাল দণ্ডপাট, গ্রাম এবং পোস্ট- বুড়াপাত, থানা- আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, এবং, গ্রাম এবং পোস্ট- সাতবুবি, খালাকপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২৬০, পশ্চিমবঙ্গ, **৩) মেসার্স মা সারদেশ্বরী হিমঘর প্রাঃ লিমিটেড (জামিনদার)**, রেজি. অফিস- দ্বিতীয় তল, ৩ নং, ক্যানাল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৩,৯৭,৪৯,৮৪৯.৩৬ টাকা (তিন কোটি সাতানব্বই লাখ উনপঞ্চাশ হাজার আটশ উনপঞ্চাশ টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা)** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. মৌজা- পাঁচকুড়ি, জেএল নং ১৪০, হাল খতিয়ান নং ১১৭, ১১৭/১, ৯৪, ৬৮, আরএস প্লট নং ৩৭২, থানা - আনন্দপুর আমনপুর ৩ জিপি কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতি অধীন জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তির সকল অংশ মোট এরিয়া ১৯ ডেসিমেল। দলিল নং ৫০৫২ তারিখ ৩০.০৬.২০১৪ শ্রীমতি নন্দিতা দন্ডপাটের নামে সম্পাদিত।

সংরক্ষিত মূল্য : ৩৫,৬২,৫০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ৩,৫৬,২৫০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

ক্র. নং ৪) ১) শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট (ঋণগ্রহীতা) পিতা- শ্রী পাঁচু গোপাল দণ্ডপাট, সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং. ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, **২) শ্রীমতী শ্রাবণী দণ্ডপাট (জামিনদার)** স্বামী- শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট, সি-৬, হেমনগর, ওয়ার্ড নং. ২২, কেরানিতলা, মেদিনীপুর- ৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, **মোট বকেয়া: ৩১.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ২,৮৪,৪৫,৩৩৭.২৯ টাকা (দুই কোটি চুরাশি লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশ সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা)** সেইসঙ্গে এর উপর আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১. জেএল নং ১৭২, প্লট নং ১৭৭, সাব প্লট নং ৩, ওয়ার্ড/ব্লক/সেক্টর/স্টেজ নং ২৩, গ্রাম/শহর মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত বাস্তু জমি এবং ভবন এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এলাকার পরিমাপ ৮.৪১ ডেসিমেল (০৪.০৬.১৯৯৯ তারিখের দলিল নং ২৪৮২ অনুযায়ী এবং ০৩.০৬.১৯৯৯ তারিখের দলিল নং ২৩৩৯ অনুযায়ী) শ্রী শ্যামল কুমার দণ্ডপাট এবং শ্রীমতী শ্রাবনী দন্ডপাটের নামে আছে।

সংরক্ষিত মূল্য : ১,৭৬,৫৩,০০০/-	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) : ১৭,৬৫,৩০০/-	বিড বর্ধিত মূল্য : ৫০,০০০/-

পরিসম্পদ পরিদর্শন	সকল কাজের দিন- ১৩/০৬/২০২৪ থেকে ২৮/০৬/২০২৪, সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ০৫:০০টা
অনলাইনে দরপত্র ও আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়	তারিখ: ২৮/০৬/২০২৪ সময়: বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	ই-অকশন পোর্টাল https://bankauctions.in এর মাধ্যমে ২৯/০৬/২০২৪ তারিখে সকাল ১১:০০ থেকে দুপুর ১২:০০টা পর্যন্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে প্রতিটি ১০ মিনিটের অসীমায়িত বৃদ্ধির সঙ্গে নিলাম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম (আরটিজিএস/এনইএফটি দ্বারা ইএমডি)	অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩, আইএফএসসি কোড : KVBL0001101. অ্যাকাউন্টের নাম : সারফেইসি-র বিড কালেকশন অ্যাকাউন্ট ই-নিলাম প্রসিডস : অ্যাকাউন্টের নাম
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	এআরবি কলকাতা : শ্রী সমীর ঘোষ (ফোন : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২) head.arbkolkata@kvbmail.com খড়গপুর শাখা : শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ (ফোন : ৯০৮০৯৭৭৭৪২) sanjayprasad@kvbmail.com

বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ব্যাঙ্কের/জামিনযুক্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.kvb.co.in/Property Under Auction এবং আরও ওয়েব পোর্টাল https://bankauctions.in পরিষেবা প্রদানকারী ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫।

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিস

ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে এতদ্দারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে উপরিবর্ণিতমতো তাঁদের বকেয়া সেইসঙ্গে হাল সময় পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ই-অকশনের তারিখের আগে আদায় দিতে, নতুবা নির্ধারিত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া যদি থাকে সুদ এবং খরচা-সহ উসুল করা হবে।

তারিখ : ১১.০৬.২০২৪
স্থান: কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)} দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখা	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী শান্তনু মাইতি **মালিক/বন্ধকদাতা :** শ্রী শান্তনু মাইতি এবং শ্রীমতি বৈশাখি মাইতি **শাখা :** ওয়েলেসলি স্ট্রিট	ক. ০৮.০২.২০২৪ খ. ০৭.০৬.২০২৪	**১৮,১৭,০৫১.০০ টাকা** (আঠার লাখ সতের হাজার একান্ন টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং ডি-২, ৪র্থ তলে, (পশ্চিম দিকে) জি-৪ তলা '' কৌনিক অ্যাপার্টমেন্ট'' ভবনে পরিমাণ আনুমানিক ৭২৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , ২ ঘর, ১ ডাইনিং স্পেস, ১ বাথ, ১ বারান্দা, নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ১০ ছটাক কমবেশি , আরএস দাগ নং ৭৩, মৌজা : পূর্ব সিঁথি, জেএল নং ২২, আরএস নং ১১, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩,আরএস খতিয়ান নং ৩৪৮, থানা :দমদম, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, পুরসভা হোল্ডিং নং ৬৬(পুরানো) ৮৬/এ (নতুন) এম সি গার্ডেন রোড, প্রেমিসেস নং ৪৭/১,কলকাতা : ৭০০০৩০। **চৌহদ্দি এরিয়া : উত্তরে :** বর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট; **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া এম সি গার্ডেন রোড, **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া এম সি গার্ডেন রোড; **পশ্চিমে :** ১২৬ এম সি গার্ডেন রোড।
২.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী চন্দন মল্লিক **শাখা :** চৌরঙ্গি	ক. ২৮.০২.২০২৪ খ. ১১.০৬.২০২৪	**১৩,৪১,৭৫৯.০০ টাকা** (তেরো লাখ একচল্লিশ হাজার সাতশ উনষাট টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩বি, ৪র্থতলে, পরিমাণ কার্পেট এরিয়া ৪৭০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৪২ বর্গফুট কমবেশি, ব্লক নাম ৮, ফেজ : ৩, রেসিডেন্সিয়াল হাউসিং/কমপ্লেক্স প্রোজেক্ট 'ম্যাঙ্গোলিয়া স্পোর্টস সিটি ' নামে নথিভুক্ত এলআর খতিয়ান নং ৩৫২৬, জেএল নং ৯, মৌজা :জাফরপুর, থানা : টিটাগড় এবং জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, **উক্ত প্রেমিসেসের চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** মৌজা বাবানপুর, **দক্ষিণে :** অন্যান্যর দাগ, **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৭৮৩, **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৬০১।
৩.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি প্রিয়াংকা ভোয়াল (দত্ত) **শাখা :** চৌরঙ্গি	ক. ১৩.০৩.২০২৪ খ. ১১.০৬.২০২৪	**৩৭,৩১,৪২৯.০০ টাকা** (সাঁয়ত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার চারশ উনত্রিশ টাকা)	বন্ধকদত্ত সম্পত্তি নং ডি ৬০২ কার্পেট এরিয়া ৬৮১ বর্গফুট সপ্তম তলে, (ব্যালকনি এরিয়া ৩৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ব্যতীত), ব্লক নং ডি,'ভবানী কোর্টইয়ার্ড',সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৮ বিঘা ৩ কাঠা ১০ ছটাক ৩ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত আরএস দাগ নং ৪৪৩, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৬২, এলআর দাগ নং ৭৪৭, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, এবং ৭৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৩০৫২ সংশ্লিষ্ট সকল জমির শ্রেণি-বাস্তু, মৌজা : সাহারা, জেএল নং : ৪৬,আরএস নং ৩, তৌজি নং : ১৪৬,উত্তর ২৪ পরগনা, পোস্ট অফিস: গঙ্গানগর,থানা : এয়ারপোর্ট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ৯১/১, যশোর রোড (দক্ষিণ), কলকাতা : ৭০০১৩২, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৬ অধীন। **উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** কমপ্লেক্সের ব্লক সি এর প্রস্তাবিত সাইট, **দক্ষিণে :** কমপ্লেক্সের ই ব্লক, **পূর্বে :** সীমা পাঁচিলের পর অভ্যন্তরীন চলার পথ, **পশ্চিমে :** প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীন বাগান এরিয়া এবং পরবর্তীতে ব্লক জি।
৪.	**ঋণগ্রহীতা :** সারদা এন্টারপ্রাইজ **স্বত্বাধিকারী :** শ্রীমতি রিমা মজুমদার **বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা :** শ্রীমতি স্বপ্না ঘোষ **জামিনদাতা :** শ্রী স্বপন মজুমদার **আইনি উত্তরাধিকারি :** রিমা মজুমদার **শাখা :** পঞ্চাননতলা রোড	ক. ২৮.০৩.২০২৪ খ. ১১.০৬.২০২৪	**৪৫,০৪,৫৩৬ টাকা** (পঁয়তাল্লিশ লাখ চার হাজার পাঁচশ ছত্রিশ টাকা)	একতলায় ফ্ল্যাট পরিমাণ ১২৭০ বর্গফুট এরিয়া কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সুখচর, দাগ নং ৬০৮/৬৬১ এবং ৬০৮/৬৬২, খতিয়ান নং ৬৪ এবং ৭০, হোল্ডিং নং ১১/৪/৬, শাখা পঞ্চাননতলা রোড, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,এবং সম্পত্তির যথাযথ ভাগঅংশ জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ৯ ছটাক, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ক্ষিতিশ ঘোষ এবং শঙ্কর ঘোষের ভবন, **পূর্বে :** ১২ ফুট সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** ৪ ফুট সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** ১২ ফুট সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ১১.০৬.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কেনরা ব্যাঙ্ক Canara Bank
গাড়ির নিলাম
রিজিওনাল অফিস : কলকাতা-৩
৬৫১, আনন্দপুর ইস্ট, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০ ১০৭

ব্যাঙ্কের দখলে নেওয়া হাইপোথিকেটেড গাড়ি বিক্রি করা হবে **১৫.০৭.২০২৪ তারিখে (সোমবার)** যা **সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টার** মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য **'যেখানে যা আছে, সেখানে যা কিছু আছে এবং রিকোর্স ব্যতীত'** -এর ভিত্তিতে।
নিম্নোক্ত শর্তাবলীতে উল্লেখিত সম্পদ বিক্রির জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে

ক্র. নং.	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা, লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর খ) শাখা ম্যানেজার এবং যোগাযোগ নম্বর	গাড়ির বর্ণনা	ক) রিজার্ভ মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট নম্বর ঙ) আইএফএসসি কোড
১.	ক) মৌমিতা চ্যাটার্জি অ্যাকাউন্ট নং : ১৪১৭৬০৩০০২২০৭ খ) বজবজ শাখা মোবাইল নং: ৮৩৩৪৯৯৯১০৬	ব্যক্তিগত গাড়ি রেজিস্ট্রেশন নং : WB 02AM 0776 তৈরির বছর - ২০১৭ BS IV গাড়ির নাম : মোটর কার	ক) ১,২৫,০০০/- টাকা খ) ১২,৫০০/- টাকা গ) ২,০০০/- টাকা ঘ) ২০৯২৭২৪৩৪ কানাড়া ব্যাঙ্ক, বজবজ শাখার পক্ষে ডিডি করা যেতে পারে ঙ) CNRB0001417

নিলামের তারিখ ও সময়: ১৫.০৭.২০২৪ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ০১.৩০টা পর্যন্ত
ইএমডি এর শেষ তারিখ: ১২.০৭.২০২৪ বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী :
১. **১৫.০৬.২০২৪ থেকে ১২.০৭.২০২৪ পর্যন্ত সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত গাড়ি পরিদর্শন করা যেতে পারে**
২. **রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন, মোবাইল নং : ৬২৯২২ ৪২৮১০** থেকে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করার পর গাড়িটি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৩. সম্পদ শুধুমাত্র রিজার্ভ মূল্যের উপরে বিক্রি করা হবে।
৪. ইচ্ছুক দরদাতাদের **১২.০৭.২০২৪, বিকাল ৫.০০টার** মধ্যে বন্ধ খামে **কানাড়া ব্যাঙ্ক, বজবজ শাখা, কলকাতার** পক্ষে এনইএফটি/আরটিজিএস/ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে বৈধ কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি-এর রেমিট্যান্সের প্রমাণ সহ তাদের বিড অফার লেটার জমা দিতে হবে।
৫. অকশন/বিডিং শুধুমাত্র **'অনলাইন ইলেক্ট্রনিক মোড'** দ্বারা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটের অর্থাৎ **https://canarabank.auctiontiger.net** মাধ্যমে হবে।
৬. **পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ই-প্রোকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড -এর যোগাযোগের বিবরণ- অকশন টাইগার, যোগাযোগ নং - শ্রী প্রবীন কুমার থেভর । মোঃ- ৯৭২২৭ ৭৮৮২৮ ডি: ০৭৯-৬৮১৩৬৮৯১, ই-মেইল আইডি: Praveen.thevar@auctiontiger.net এবং Support@auctiontiger.net**
৭. রিজার্ভ মূল্যের নিচে বিড অফার গ্রহণ করা হবে না।
৮. নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে **৭ দিনের** মধ্যে ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট পেমেন্ট করে গাড়িটি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে হস্তান্তর করা হবে। অবশিষ্ট ভারসাম্যের পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, জমা করা ইএমডি পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।
৯. একক দরদাতার ক্ষেত্রে গাড়িটি রিজার্ভ মূল্যের উপরে ন্যূনতম এক ইনক্রিমেন্টাল বিডে বিক্রি করা হবে।
১০. অসফল দরদাতা নিলাম শেষ হওয়ার পরপরই আর্নেস্ট অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন।
১১. ব্যাঙ্ক কোন নোটিশ না দিয়ে যে কোন সময় নিলাম পরিবর্তন, বাতিল বা প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১২. পার্কিং চার্জ এবং রাস্তার ট্যাক্স, বীমা, প্যাকেজিং চার্জ ইত্যাদির মতো সংবিধিবদ্ধ বকেয়া সহ অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক খরচগুলি সর্বোচ্চ দরদাতাকে বহন করতে হবে।
১৩. গাড়ির নিবন্ধন দরদাতার দায়িত্ব। বিডের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে।
১৪. উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জন্যও উল্লেখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে এটি একটি নোটিশ, যদি তাদের বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা না হয়ে থাকে।
১৫. ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এতদ্বারা ই-অকশনের তারিখের আগে সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য অবহিত করা হয়েছে, এতে ব্যর্থ হলে যানবাহন নিলাম/বিক্রয় করা হবে এবং সুদ ও খরচ সহ সুষম বকেয়া হবে।
১৬. পার্কিং চার্জ দখলের তারিখ থেকে সফল দরদাতাকে দিতে হবে।

তারিখ: ১২.০৬.২০২৪
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
কানাড়া ব্যাঙ্ক

ঝড়বৃষ্টিতে মোবাইলে কথাই কাল, মৃত্যু দশমের ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টিতে গাছের নীচে মোবাইলে কথা বলাই কাল হল দশম শ্রেণির ছাত্রের।

বৃষ্টির জন্য গাছের নীচে আশ্রয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বজ্রবিদ্যুতের ঝলকানিতে স্তব্ধ হল কিশোর। এই ঘটনায় তার সঙ্গে থাকা আরও দুই কিশোর অল্পবিস্তর আহত হল। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জ ব্লকের তিরাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তিরাট কোলিয়ারিতে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় দীর্ঘ একটা সময় ধরে সমগ্র কয়লা অঞ্চল জুড়ে তীব্র দাবদাহর পর মঙ্গলবার বিকেলে হঠাৎ করেই কয়েক মুহূর্তের জন্য বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় অনেকেই আশ্রয় নেয় রাস্তার ধারে।

এদিন তেমনই পথ চলতে ওই তিন কিশোর কোলিয়ারির পাশেই ঝড়বৃষ্টির সময় এক গাছের নীচে আশ্রয় নিয়ে গল্প করার সময় ফোনে কথা বলতে যায়, সে সময়ই হঠাৎ করেই বজ্রবিদ্যুৎ আছড়ে পড়ে তাদের ওপর। তখন রোহিত সিংহ নামে এক কিশোর ফোনে কথা বলার সময় তার ফোনেই ছলক লাগে বিদ্যুতের, মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় চেলোদ হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র বছর ষোলোর রোহিত, আর তার সঙ্গে থাকা নবম শ্রেণির ছাত্র প্রশান্ত বাগতি ও জয়ন্ত খাঁ এই ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হয়।

স্থানীয়রা বিষয়টি লক্ষ্য করে দ্রুত ওই তিন কিশোরকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে তাদের নিয়ে গেলে চিকিৎসক রোহিতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেখানেই অন্য দুই কিশোরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে।

বাঁকুড়ায় বজ্রপাতে মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাজ পড়ে বাঁকুড়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল তিন। মঙ্গলবার সন্ধ্যার মুখে পৃথক তিনটি বজ্রপাতের ঘটনায় বাঁকুড়া সদর থানার আঁকুড়াবাইদ গ্রামে, মেজিয়া থানার তারাপুর গ্রামে ও জয়পুর থানার জুজুড় গ্রামে মোট তিনজনের মৃত্যু হয়। জয়পুরের জুজুড় গ্রামে সরকারি জল প্রকল্পের কাজে যুক্ত মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই একই কাজে যুক্ত আর এক পরিযায়ী শ্রমিক।

দীর্ঘ তীব্র দাবদাহের পর অবশেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যার মুখে বাঁকুড়া জেলাজুড়ে শুরু হয় ঝড়বৃষ্টি। প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ সহযোগে সেই বৃষ্টিতে তাপমাত্রায় কিছুটা লাগাম পরায় স্বস্তি ফিরলেও, বজ্রপাতে একের পর এক মৃত্যুর খবর আসতে শুরু করে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যার মুখে নিজের বাড়ির উঠোনে গোরু বাঁধার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় বাঁকুড়া সদর থানার আঁকুড়াবাইদ গ্রামের গৃহবধূ পূর্ণিমা বাউরির। স্থানীয় একটি পুকুর থেকে স্নান করে বাড়িতে ফেরার পথে বজ্রপাতে মারা যান মেজিয়া থানার তারাপুর গ্রামের বাসিন্দা তৃপ্তি সরকার। বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের জুজুড় গ্রামেও।

জানা গিয়েছে, মাস দেড়েক আগে সরকারি জল প্রকল্পে পাইপ লাইন বসানোর কাজে স্থানীয় কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের রানিতলা এলাকা থেকে জয়পুরে এসেছিলেন বছর পঁচিশের জনি শেখ। কথা ছিল আগামী ১৫ জুন বকরি ইদ উপলক্ষে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও ফিরে যাবেন মুর্শিদাবাদে নিজের বাড়িতে। কিন্তু তাঁর আর বাড়ি ফেরা হল না। মঙ্গলবার সন্ধ্যার মুখে যখন অন্যান্য ৫ জন শ্রমিকের সঙ্গে জয়পুর থানার জুজুড় গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় পাইপ লাইন বসানোর কাজ করছিলেন বছর পঁচিশের জনি শেখ, ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলেও তাঁরা কাজ বন্ধ করেননি। আচমকাই বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই জনি শেখ সহ লুটিয়ে পড়েন তিন শ্রমিক। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে জনি শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনায় আহত অপর এক পরিযায়ী শ্রমিকের এখনও চিকিৎসা চলছে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

বজ্রাঘাতে মৃত ২, গুরুতর আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল দু'জনের,গুরুতর আহত একজন। বর্ধমান থানার অন্তর্গত কমলপুরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হঠাৎ প্রবল বজ্রপাতের সঙ্গে শুরু হয় বৃষ্টি। বজ্রপাতের ফলে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় একজনের। মৃত ব্যক্তির নাম মিন্টু সিং (৫৬) অন্যদিকে আহত হন একজন। তাঁর নাম দুর্গা ক্ষেত্রপাল (৫৮)। তাঁদের দু'জনেরই বাড়ি বর্ধমান থানার অন্তর্গত কমলপুরে। অন্যদিকে ভাতারের কাপশোড় গ্রামে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের। মৃতের নাম শেখ আবুল হায়াত, বয়স ১৪। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ মাঠ থেকে গোরু নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হয়। হঠাৎ ওই দুই ব্যক্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। মিন্টু সিংয়ের কিছুটা দূরেই দুর্গা ক্ষেত্রপাল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকেন। মাঠের মধ্যে থাকা গ্রামবাসীরা ওই দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মিন্টু সিংকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গা ক্ষেত্রপালকে ভর্তি করা হয়। তাকে তড়িঘড়ি ভাতার ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গিয়েছে, সোমবার মঙ্গলকোটে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছিল চারজনের। ফের মঙ্গলবার ভাতারের কাপশোড় গ্রামে এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়। ঘটনায় ভাতারের কাপশোড় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।জানা গিয়েছে ওই ছাত্র স্কুলের মাঠে গিয়েছিল বাড়ির গরু আনতে। এরপর ওই স্কুল ছাত্র বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাকে যখন মাঠে খুঁজতে যায় তখন আহত অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকতে দেখেন সকলে। ভাতার থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ভাতার থানায়। দু'টি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

বজ্রবিদ্যুৎ সহ কয়েক মিনিটের ঝড়বৃষ্টি, লন্ডভন্ড দেজুড়ি গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কয়েক মিনিটের ঝড়বৃষ্টি। মঙ্গলবার সন্ধের মুখে এর দাপটেই লন্ডভন্ড হয়ে গেল বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের দেজুড়ি গ্রাম। বড়জোড়ার এই দেজুড়ি মোড়ে একাধিক দোকান এবং বসতবাড়ির টিনের চাল উড়ে যায়। প্রশাসন জানিয়েছে ,ওই এলাকায় ফসল এবং আম, কাঁঠালের বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই এলাকার বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি।

প্রশাসন এখনও সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব দিতে না পারলেও এদিন সন্ধের পর ওই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে পরিদর্শন করেন স্থানীয় বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রবল বেগে ঝড় আছড়ে পড়ে বড়জোড়ার এই দেজুড়ি এলাকায়। ক্ষণিকের এই ঝড়ের পর বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এই এলাকা বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে। ঝড়ের দাপটে বহু ধরনের টিনের চালা উড়ে যায়। বেশ কয়েকটি জায়গায় গাছ উপড়ে রাস্তার ওপর পড়ার কারণে পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

হঠাৎ ঝড়ে মানুষ বিপন্ন তাঁদের আশ্বস্ত করতে ঘুরে ঘুরে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলতে এবং পরিস্থিতিও দেখেন স্থানীয় বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল কর্মকার এবং বাসুদেব লায়েক বলেন, 'দিনভর ভ্যাপসা গরমে নাকাল হচ্ছিলাম আমরা। আচমকাই আকাশে কালো মেঘ ঢেকে যায়। প্রবল বেগে ঝড় আছড়ে পড়ে বড়জোড়ার এই দেজুড়ি এলাকায়। এর জেরে লন্ডভন্ড হযে যায় গ্রামটি।'

পোলবায় নিটের রেজাল্ট বেরতেই নিখোঁজ সৌদীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পোলবা: চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন ছিল। বিগত ২ বছর ধরে টানা পরিশ্রম। মা বলছে, ছেলে তো ঘর থেকেই বের হত না। সারাদিন বই মুখে পড়ে থাকত। স্কুলেও শুরু থেকে ফার্স্ট হয়ে আসছে। মক টেস্টেও দারুণ ফল। কিন্তু, নিটের রেজাল্ট বের হতেই আর ছেলের দেখা মিলছে না বলে দাবি।

পরিবার সূত্রে খবর, নিটের রেজাল্টে দেখা যায়, ৭২০ তে ১০৩ পেয়েছে পোলবার উচাই গ্রামের বাসিন্দা সুজয় ও দীপালি বাগের একমাত্র ছেলে সৌদীপ বাগ। তারপর থেকেই সৌদীপ বেপাত্তা বলে দাবি। গ্রামের লোকেরাও অনেক খোঁজাখুঁজি করে দেখা না পেলে শেষে পুলিশের দ্বারস্থ হন পরিবারের লোকজন। পোলবা থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও হয়। পুলিশও খোঁজ শুরু করে। বিভিন্ন রেল স্টেশন থেকে হাসপাতাল, সব জায়গাতেই চলে খোঁজ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দেখা নেই সৌদীপের।

ছেলের চিন্তায় ঘুম নেই মায়ের। চোখের কোণে জল বাবারও। এবার হুগলি কলিজিয়েট স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে সৌদীপ। তার আগে পাউনান হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক। ছোট থেকেই এলাকায় মেধাবী ছাত্র বলে খ্যাতি। পরিবারের লোকজন বলছেন, চুঁচুড়ায় গৃহ শিক্ষকদের কাছে অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থবিদ্যার পাঠ নেওয়ার পাশাপাশি কলকাতার একাধিক ইন্সস্টিটিউটেও অনলাইন কোচিং নিত সৌদীপ। মক টেস্টেও পায় ভালো নম্বর। শেষ মক টেস্টে ৭২০ এর মধ্যে ৬৭০ পেয়েছিল। সেই ছেলে কী ভাবে মূল পরীক্ষায় এত কম পায় তা ভেবে উঠতে পারছেন না পরিবারের লোকজন।

সৌদীপের পিসতুতো দাদা ইন্দ্রজিৎ তো আবার নিটে দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গেও সরব হয়েছেন। তিনি বলছেন, 'ও তো ছোট থেকেই খুব মেধাবী। ওর যা প্রস্তুতি ছিল তাতে কোনও ভাবে এত খারাপ ফল হতে পারে না। এবার তো শুনছি নিটের ফলে অনেক দুর্নীতি হয়েছে। জানি না ঠিক কী থেকে কী হয়েছে। ডাক্তারি পড়ার আশায় জল পড়তেই ও বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছে।'

গরমের ছুটির পর প্রথম দিন মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্কুলে উপস্থিতির হার তলানিতে

মর্নিং স্কুলের দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: গরমের লম্বা ছুটির পর প্রথম দিনে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্কুলে উপস্থিতির হার তলানিতে এসে ঠেকেছে। শিক্ষক- শিক্ষিকাদের দাবি, অভিভাবকরা ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাননি। প্রশাসন সূত্রে খবর প্রথম দিন জেলায় স্কুলগুলিতে গড় উপস্থিতির হার ২৫ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। দিন কয়েক ধরে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া ছুটি বৃদ্ধির নোটিশ ভাইরাল হয়েছে। সেই ফেক ভিডিও অভিভাবক মহলে প্রভাব ফেলেছে বলে দাবি। এদিকে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকরা এই গরমে স্কুল মর্নিংয়ে করার দাবি জানিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছেন।

ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন জেলাবাসী। গরমের দাপট বাড়তেই স্কুলগুলির ছুটি বাড়ানো হয়েছিল। দীর্ঘ ছুটির পরও তাপমাত্রার পারদ চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামেনি। পাশাপাশি বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় অস্বস্তি আরও বেড়েছে। ফলে অসহনীয় গরমে স্কুল খুললেও পড়ুয়ার সংখ্যা নামমাত্র। কোথাও দশজন, কোথাও তেরোজন। আবার কোথাও ছাত্র সংখ্যা দু'অঙ্কেও পৌঁছয়নি। কারণ হিসাবে স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, গরমের প্রভাব কমেনি। তার মধ্যে গত চারদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ফেক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছবি দিয়ে ছুটি বৃদ্ধির নোটিশ নেটদুনিয়া তোলপাড় করেছে। বহরমপুর সদর পূর্ব চক্রের তেজপাল লোহিয়া জিএসএফটি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র গুঞ্জন পালের বাবা গৌরাঙ্গ পালের দাবি, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় ছুটি বৃদ্ধির নোটিশ দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষিককে ফোন করে সে বিভ্রান্তি দূর হয়েছে। তবে এই গরমে ছেলেকে স্কুল পাঠাতে সাহস পাচ্ছি না।'

তেজপাল লোহিয়া জিএসএফটি স্কুলে ৬২ জন পড়ুয়ার মধ্যে সোমবার মাত্র ১৩ জন উপস্থিত হয়েছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিন্দ্য সিংহ বলেন, 'আবহাওয়ার কোনও পরিবর্তন হয়নি। পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে মর্নিং স্কুল চালু করা হলে ভালো হত।' বেলডাঙা চক্রের ৩০ নম্বর আণ্ডিরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, 'অস্বস্তিকর গরমে পড়ুয়াদের কষ্টের কথা মাথায় রেখে স্কুলে ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন বসানো হয়েছে। স্কুল খোলার আগে অভিভাবকদের ফোন করেও প্রথম দিন পড়ুয়ার সংখ্যা ২৫ শতাংশের ওপরে তুলতে পারিনি। ছুটি না বাড়িয়ে মর্নিং স্কুল হলে পড়াশোনায় কোনও ক্ষতি হত না।'

জেলার সিংহভাগ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মর্নিং স্কুলের দাবি তুলেছেন। তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে মর্নিং স্কুলের দাবি জানিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। জেলা শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান আশিস মার্জিত বলেন, 'মর্নিং স্কুলের জন্য চিন্তাভাবনা চলছে। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

প্রাথমিকে সময় পরিবর্তন দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের সময়সীমা পরিবর্তন করা হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের চেয়ারম্যানের তরফে বুধবার একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেই নির্দেশিকায় আগামী শুক্রবার থেকে সকালে ক্লাস করানোর কথা বলা রয়েছে। জুন মাসের বাকি দিনগুলির জন্য এই নির্দেশিকা বলবৎ থাকবে বলেই জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বভাবতই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্লাস নেওয়ার সময় বদলের পরামর্শ দিয়েছে বিকাশ ভবন। এই মর্মে ডিরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশননের তরফে একটি বিশেষ 'অ্যাডভাইসরি' প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অ্যাডভাইসরির কপি ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কাছে পাঠিয়েছে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর। প্রাথমিক স্কুলগুলির ক্ষেত্রে জেলার প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার পরামর্শ দিয়েছে বিকাশ ভবন। সেইমতো এদিন জেলা প্রাথমিক শিক্ষার সংসদের চেয়ারম্যানের দপ্তরের তরফে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রাতঃকালীন বিদ্যালয় পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি সন্তোষ হাঁসদা জানিয়েছেন, 'আগামী ১৪ তারিখ থেকে এই নির্দেশিকা বলবৎ করার কথা বলা হয়েছে। জেলার সমস্ত অবর বিদ্যালয়

পরিদর্শকদের এই সম্পর্কিত নির্দেশিকা ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সকাল ৬.৩০টা থেকে বেলা ১১.৩০টা পর্যন্ত এবং শনিবার ৬.৩০ থেকে ৯.১৫ পর্যন্ত পঠন-পাঠন চলবে। মিড ডে মিল চালু থাকবে।'

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের সার্কেল সভাপতি তমাল কর বলেন, 'খুবই ভালো সিদ্ধান্ত। তীব্র গরমে নাজেহাল পড়ুয়ারা। এমতবস্থায় পড়ুয়াদের কথা ভেবে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তারা উপকৃত হবে।'

মেদিনীপুরেই ফিরলেন ধৃতিমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার হিসেবে ফেরানো হল ধৃতিমান সরকারকে। এই জেলার দু'টি লোকসভা কেন্দ্র ঘাটাল এবং মেদিনীপুরে ২৫ মে নির্বাচন হয়। তার চার দিন আগে নির্বাচন কমিশন এই জেলা থেকে ধৃতিমান সরকারকে সরিয়ে দেয়। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয় নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও পদে থাকতে পারবেন না এই এসপি। নির্বাচন কমিশন তার পরিবর্তে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এসপি হিসেবে নিয়ে আসেন কুলদীপ সুরেশকে। নির্বাচন মিটে যেতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য পুলিশের ডিজিপি এক নির্দেশিকায় ধৃতিমান সরকারকে পুনরায় পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঘাটাল এবং মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের সময় কুলদীপ সুরেশকে দেখাই যায়নি বলে বিজেপি ও সিপিএম সহ অন্যান্য বিরোধীদের অভিযোগ। তাদের আরও অভিযোগ, ধৃতিমান সরকারকে সরিয়ে দেওয়া হলেও আড়াল থেকে তিনিই নির্বাচন পরিচালনা করেছেন। রাজ্য পুলিশের ডিজিপির নির্দেশিকা অনুযায়ী কুলদীপ সুরেশকে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল পদে পাঠানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী যে ১১ জন পুলিশ আধিকারিককে রদবদল করছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। তার পরিবর্তে ওই জেলায় নতুন পুলিশ সুপার হচ্ছেন অমিত ভার্মা।

জিম সেরে গঙ্গায় স্নানে নেমে মৃত্যু তরুণ বডি বিল্ডারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: জিম সেরে বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে চরম পরিণতি কোন্নগরের তরুণ বডি বিল্ডারের। ঘটনাটি ঘটেছে কোন্নগর বারোমন্দির ঘাটে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ। মৃত ওই যুবকের নাম ত্রৌণক গোস্বামী। বছর ২০-র ওই যুবক কোন্নগর আনন্দম এলাকার বাসিন্দা। ঘটনায় বারোমন্দির ঘাটের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ জিম সেরে গঙ্গায় এক বন্ধুর সঙ্গে স্নান করতে এসেছিলেন ত্রৌণক। স্নান সেরে উঠে পরবর্তী সময়ে পা ধোয়ার জন্য আবারও জলে নেমেছিলেন সেই সময়েই জলের স্রোতে তলিয়ে যান ওই যুবক। সঙ্গে থাকা বন্ধু বাঁচানোর জন্য গামছা ছুড়লেও তা ধরতে পারেননি। তারপরেই জলে তলিয়ে যান। ঘটনাস্থলে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম ও কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরই বারমন্দির ঘাটের সংলগ্ন এলাকা থেকেই ওই দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার পর থেকে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কিছু বছর আগে পর্যন্ত বারোমন্দির ঘাটের সেফটি মেজারমেন্টস্বরূপ দড়ি, টিউব ও লাইভ জ্যাকেট রাখা থাকত। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেসব কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। স্থানীয়দের দাবি, যদি এই সমস্ত সরঞ্জাম থাকত তা হলে হয়তো আজ ছেলেটিকে বাঁচিয়ে নেওয়া যেত। ঘটনায় গভীর শোকের ছায়া মৃত ওই যুবকের পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে।

পানীয় জলের সমস্যায় রানিগঞ্জের রোনাইয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: ফের পানীয় জলের সমস্যায় ক্ষোভ এলাকাবাসীর। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে জলের রানিগঞ্জের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের রোনাই গ্রামের কারবালা সন্নিকট এলাকার বাসিন্দারা সমস্যায় ভুগছেন বলে দাবি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে এই জলের সমস্যায় ভুগছেন। এত গরমের মধ্যেও ড্রেনের মধ্যে বালতি রেখে অল্প অল্প করে জল নিতে হচ্ছে তাদের। ফলে ড্রেনের পোকামাকড় বালতিতে এসে পড়ছে। যার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন এলাকাবাসীরা বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা এও জানিয়েছেন, শুধু জল নয় রাস্তার দাবি তুলে ধরার পরও বারংবার কর্পোরেশন দপ্তরগুলিতে দ্বারস্থ হলেও শুধু মিলছে প্রতিশ্রুতি মেলেনি কোনও সুরাহা।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: Z184@indianbankco.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **০৩.০৭.২০২৪ তারিখে (ক্র. নং-১ এর জন্য) এবং ১৯.০৭.২০২৪ তারিখে (ক্র. নং-২ এর জন্য)** বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা - এর নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার ও বন্ধকদাতা: শ্রী বলাই সাহা, পিতা- তারাপদ সাহা গ্রাম- আনন্দগঞ্জ, পোস্ট- চাকদাহ, নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ ২. ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদার ও বন্ধকদাতা: শ্রীমতী রিতা সাহা, স্বামী-বলাই সাহা গ্রাম- আনন্দগঞ্জ, পোস্ট- চাকদাহ, নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ খ) চাকদহ শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ, পুরাতন বার, আনন্দগঞ্জ, পোঃ + থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৪১২২২, মৌজা: কাঁঠালপুলি, জেএল নং ২২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৯, এলআর খতিয়ান নং ৪২৯৬ এবং ৪২৯৫, ৬০৮ চাকদহ পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ১২, হোল্ডিং নং ১২৮৬/৪, এডিএসআরও : চাকদহ, স্বত্ব/দান দলিল নং ১/৫৬০৭ তারিখ ২৬.০৭.২০১৭, জমির এরিয়া ৩.৩ সেন্ট, জমির শ্রেণি: বান, ভবন-একতলা আরসিসি কাঠামোর নিন্টন পর্যন্ত, বসবাসের ভবন। ভবনের এরিয়া : জি এফ -৮৬৯ বর্গফুট উল্লেখ্য দলিল নং আই-৫৬০৭ তারিখ ২৬.০৭.২০১৭, সম্পত্তি বলাই সাহা এবং রীতা সাহার নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : ছয় ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : নমিতা মন্ডলের সম্পত্তি, পূর্বে: পুরসভা সড়ক, পশ্চিমে: মহাদেব মন্ডলের সম্পত্তি।	২২,৩৫,০৬৪.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার চৌষট্টি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৭,৩০,১৪৮.০০ টাকা + ৫,০৪,৯১৬.০০ টাকা) ২১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	ক) ২২.০০ লক্ষ টাকা (বাইশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ২.২০ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30174218891 ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল
২.	ক) ১. শ্রী অভিষেক দাস (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা), পিতা- রামপ্রসাদ দাস রামবাগ পূর্বপাড়া, মহিষাস্থলী, ভগবানগোলা, পোঃ ও থানা- ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৫। ২. শ্রীমতী কোয়েল দাস (জামিনদার), স্বামী- অভিষেক দাস রামবাগ পূর্বপাড়া, মহিষাস্থলী, ভগবানগোলা, পোঃ ও থানা- ভগবানগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৫। খ) ভগবানগোলা শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পো : ভগবানগোলা, খতিয়ান নং ৬৭২২, এলআর প্লট নং ৩৬৬, জমির শ্রেণি : বাড়ি, এরিয়া :১.৪৩ ডেসিমেল, মৌজা নং : ০৬, মহিষাস্থলী, সিনি অফিস এবং সাব পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৩৫। চৌহদ্দি : উত্তরে : পুকুর, দক্ষিণে : জিপি রোড, পূর্বে : চম্পক কুমার দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : রামবাগ যুব সমাজসেবী সংঘ।	১০,৪৯,৩৯১.৮৬ টাকা (দশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত একানব্বই টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৯,৩১,৬২৩.১৩ টাকা + ১,১৭,৭৬৮.৭৩ টাকা) ০৯.০৬.২০২৪ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	ক) ৯.৭৩ লক্ষ টাকা (নয় লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) খ) ১.০০ লক্ষ টাকা ((দ্বলক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30065259762 ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

সম্পত্তি আইডি: IDIB30174218891 -এর জন্য কিউআর কোড
ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

সম্পত্তি আইডি: IDIB30065259762 -এর জন্য কিউআর কোড
ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি | সম্পত্তির ভিডিও

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ- ০৩.০৭.২০২৪ (ক্র. নং ১ -এর জন্য) এবং ১৯.০৭.২০২৪ (ক্র. নং ২ -এর জন্য); সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী এমএসটিসি লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নম্বর ০৩৩-২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে ফোন করুন। এমএসটিসি লিমিটেড এর সাথে নিবন্ধন স্থিতির জন্যঅনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapiop@mstcecommerce.com, ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapirfin@mstcecommerce.com -তে।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://ibapi.in এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১"-তে যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১২.০৬.২০২৪
স্থান: বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জামাইষষ্ঠীতে মধ্যবিত্তের পকেটে টান, বরণে হিসাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জামাইষষ্ঠী মানেই ভোজনরসিক বাঙালির খাওয়াদাওয়া,ভুরিভোজ। এবছর বাজারদর চড়া। হুগলির আরামবাগের বাজারে বিভিন্ন সবজি ও ফলের দাম অনেকটাই বেশি জামাইষষ্ঠীর কারণে। সাধারণ মানুষের পকেটে বাজার করতে গিয়ে টান পড়েছে।

বারো মাসে তেরো পার্বণ বাঙালির। জামাইষষ্ঠীর সকালে বাজারে সবজি, ফল, মাছ, মাংস সহ অনান্য জিনিসপত্রের দাম অনেকটাই বেশি। বুধবার মাছের দাম নাগালের মধ্যে থাকলেও, সবজি ও ফলের দাম ছিল আকাশছোঁয়া। এদিন সকালে পুরসভা মার্কেট, পুরাতন সবজি বাজার, গৌরহাটী মোড় সংলগ্ন এলাকায় সবজি ও ফল চড়া দামে বিক্রি হয়েছে। সাধারণ ক্রেতারা ইচ্ছে থাকলেও প্রয়োজনমতো বাজার করতে পারেননি। সবজির বাজারে ৪০ টাকা কেজি বেগুন ১০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। ঝিঙে, পটলের দাম ২০ টাকা কিলো থেকে ৬০ টাকা। করলা, ঢেঁড়স, টমেটোর দাম ৪০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা হয়েছে। ২০০ টাকা কেজি দরের রসুন ৩০০ টাকা হয়ে গিয়েছে। আদা ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। চন্দ্রমুখী, জ্যোতি আলুর দামও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

শহরের এক সবজি বিক্রেতা রমাপসাদ দাস জানান, জামাইষষ্ঠীর সময় প্রতিবার দাম বাড়ে। তুলনামূলক ভাবে এবার দাম বেশি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আরামবাগে সবজি ফসল নষ্ট হয়েছে। বাইরে থেকে জোগান আসছে, তাই চড়া দাম। শহরের সদর বাজারে এদিন সকাল থেকে ভিড় ছিল। জামাইষষ্ঠীর বাজার করতে ক্রেতারা দোকানে দোকানে ভিড় জমিয়েছিলেন। বাজার করতে এসে

অবশ্য সাধারণ গৃহস্থের হাতে ছ্যাঁকা লেগেছে।

সবজি বিক্রেতা তপন নস্কর জানান, ক্রেতাদের ভিড় আছে, কিন্তু চড়া দামের কারণে বিক্রির পরিমাণ অনেকটাই কম। খানাকুলের বন্দর এলাকার বাজার গোঘাটের কামারপুকুর চটী বাজারেও একই ছবি দেখা গিয়েছে ফল থেকে সবজি সহ মাছ মাংসের দোকানে। আরামবাগের গৌরহাটী মোড়ের ফল বিক্রেতা সুরজ লাহা জানান, উৎসব অনুষ্ঠানে সাধারণত ফল বিক্রির পরিমাণ বাড়ে। এবার ফলের দাম আকাশছোঁয়া। হিমসাগর, ল্যাংড়া আম ৮০ টাকা থেকে বেড়ে ১০০ টাকা কেজি হয়েছে। সিমলা ও নিউজিল্যান্ড আপেলের দামও চড়া। লিচু, পেয়ারার দাম ৮০ টাকা থেকে বেড়ে ১০০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। ইচ্ছে থাকলেও ক্রেতারা প্রয়োজনমতো কেনাকাটা করতে পারছেন না।

দীপালি কুন্ডু বলেন, 'জামাইষষ্ঠীর জন্য এদিন সকাল সকাল বাজারে সবজি, ফল কিনতে এসেছিলাম। সবজি ও ফলের দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও প্রয়োজনমতো সবজি ফল কিনতে পারিনি। এদিন বাজারে মাছের দাম নাগালের মধ্যে থাকলেও, মুরগি মাংসের দাম অনেকটাই বেশি, বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা কেজি দরে। খাসির মাংসের দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে ৭৫০ টাকা কেজি।' আরামবাগ শহরের এক বাসিন্দা মুরারী ঘোষ বলেন, 'এদিন সকালে জামাইষষ্ঠী বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে। আপেল, লিচু না কিনলেই নয়। আদা, রসুনের দাম অনেকটা বেড়েছে। দাম যে ভাবে বেড়েছে, তাতে থলে ভরবে না। বাড়িতে জামাই বরণ কী ভাবে হবে সেটাই ভাবছি।'

বাজারে কেনাকাটা করতে নাভিশ্বাস উঠলেও, শহরের তালতলা বাজারের বস্ত্র বিপণি, সোনার দোকান সহ বড় বড় শপিংমলগুলিতে ক্রেতারা এদিন ভিড় জমিয়েছিলেন জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে। আরামবাগ পুরাতন বাজারের ফল বিক্রেতা সোমনাথ খটিক বলেন, 'গত বছরের থেকে এবছর জামাইষষ্ঠীতে বেশিরভাগ ফলের দামি অনেকটাই বেশি। গত বছর যেখানে লিচু বিক্রি হয়েছিল ৮০ টাকা কেজি, সেখানে এবছর লিচু বিক্রি হচ্ছে ১৩০ টাকা কেজি, আনারস ১০০ টাকা পিস, হিমসাগর আম বিক্রি হচ্ছে ৮০-১০০ টাকা কেজি, জাম গত বছরে বিক্রি করেছিলাম ২০০ টাকা কেজি ,এবছর সেই জাম বিক্রি হচ্ছে ৪০০ টাকা কেজি, শশার দাম আকাশছোঁয়া ৭০ টাকা কেজি, আপেল ১৫০ টাকা কেজি, বেদানার দাম ১৮০ টাকা কেজি, মর্তমান কলা ৬০ টাকা ডজন, পেঁপে ৭০ টাকা কেজি, মৌসুম্বি লেবু ১০ টাকা পিস।' আরামবাগের এক মাংস বিক্রেতা সেখ আব্দুল রহিম জানান, এবছর জামাইষষ্ঠীতে ৭৪০-৫০ এর মধ্যে দাম রয়েছে। গত বছরের থেকে এবছর জামাইষষ্ঠীতে খাসির মাংস কেজিতে ৩০ টাকা দাম বেশি।

চতুর্থবার অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন চন্দ্রবাবু

হাজির ছিলেন মোদি-শাহ

বিজয়ওয়ারা, ১২ জুন: অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন তেলুগু দেশমের (টিডিপি) প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু। তাঁর ডেপুটি হিসাবে শপথ নেন জনসেনা দলের প্রধান তথা অভিনেতা পবন কল্যাণ। বিজয়ওয়ারার এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চতুর্থ বারের জন্য অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিলেন চন্দ্রবাবু।

বুধবার পবন কল্যাণ ছাড়াও আরও ২২ জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। সেই তালিকায় রয়েছেন চন্দ্রবাবুর ছেলে নারা লোকেশও। নাইডুর নতুন মন্ত্রিসভায় এনডিএ-র শরিক দল জনসেনার তিন জন বিধায়ক থাকছেন। বিজেপি বিধায়ক সত্যকুমার যাদব ঠাঁই পেয়েছেন নাইডুর মন্ত্রিসভায়। বুধবারের অনুষ্ঠানে মোদি ছাড়াও ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির

সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এ ছাড়াও রজনীকান্ত, চিরঞ্জীবীর মতো চলচ্চিত্র তারকারাও ছিলেন নাইডুর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে।

অন্ধ্রে লোকসভা নির্বাচন এবং একই সঙ্গে হওয়া বিধানসভা নির্বাচনে জগন্মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেসকে হারিয়ে দিয়েছে টিডিপি, জনসেনা এবং বিজেপির জোট। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন চন্দ্রবাবুই। ২০১৪ সালে বিভাজিত অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেন তিনিই।

২০১৯ সালে হিসাব বদলে যায়। সে বছর এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে এসে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার চেষ্টা করেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। বিধানসভায় ভরাডুবি হয় তাঁর। অন্ধ্রের বিধানসভা নির্বাচনে গদি উল্টোয় চন্দ্রবাবুর। সরকার গড়ে জগন্মোহন রেড্ডির দল ওয়াইএসআরসিপি। কিন্তু পাঁচ বছর পর হারানো গদি ফিরে পান চন্দ্রবাবু। এনডিএ-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে এ বারের ভোটে লড়েন তিনি। উল্লেখ্য, ১৭৫ আসনের বিধানসভায় টিডিপি ১৩৫টি আসন জেতে। তাদের জোটসঙ্গী জনসেনা ২১টি আসন এবং বিজেপি আটটি আসন পেয়েছে।

লালকেল্লা হামলায় দোষীর প্রাণভিক্ষার আর্জি খারিজ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: দিল্লির লালকেল্লায় ২০০০ সালের হামলায় ঘটনার দোষী পাকিস্তানি জঙ্গি মহম্মদ আরিফ ওরফে আশফাকের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে।

এই নিয়ে দ্বিতীয় বার আরিফের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। তার আগে ২০২২ সালের ৩ নভেম্বর পাক জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তইবার সদস্য আরিফের তরফে দায়ের করা মৃত্যুদণ্ডের রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করে ফাঁসির সাজা বহাল রেখেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এই পরিস্থিতিতে আরিফের ফাঁসিকাঠে ঝোলা কার্যত নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

২০০০ সালের ২২ ডিসেম্বর লালকেল্লায় ভারতীয় সেনার রাজপুতানা রাইফেলসের ৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নের শিবিরে হামলায় সরাসরি জড়িত ছিলেন পাক জঙ্গি আরিফ। ওই ঘটনায় দুই সেনা এবং এক সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছিলেন। চার দিন পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। ২০০৫ সালে নিম্ন আদালত আরিফকে ফাঁসির সাজা দেয়। দিল্লি হাইকোর্টও তা বহাল রাখে। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্টও লালকেল্লা হামলার মূল দোষী আরিফকে একই সাজা দিয়েছিল।

ফাঁসির সাজা রদের আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতের কাছে আরিফ যে 'রিভিউ পিটিশন' জমা দিয়েছিলেন, ২০২২-এর ৩ নভেম্বর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইউইউ ললিত এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চ তা খারিজ করে দিয়েছিল। জানিয়েছিল, আরিফের বিরুদ্ধে হামলায় সরাসরি অংশ নেওয়ার প্রমাণ মিলেছে।

প্রসঙ্গত, 'লালকেল্লা হামলায় আরিফের সঙ্গী' দাবি করে ২০১৮ সালে বিলাল আহমেদ কাওয়া নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল গুজরাত পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড বা এটিএস) ও দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানায়, বিলালের বিরুদ্ধে লস্কর-যোগের কোনও প্রমাণ নেই।

সম্পত্তি হাতাতে ভাড়াটে খুনি দিয়ে শ্বশুরকে খুন পুত্রবধূর

নাগপুর, ১২ জুন: রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে গাড়িচাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছিল বছর বিরাশির বৃদ্ধের। প্রাথমিকভাবে সেটিকে দুর্ঘটনা হিসাবে ধরা হলেও ক্রমে এর নেপথ্যের রহস্য প্রকাশ্যে আসে। আসলে সেটি যে নিছক কোনও দুর্ঘটনা নয়, পুরোপুরি পরিকল্পনা করে খুন, তদন্তে নেমে এই তথ্যই উঠে আসে পুলিশের হাতে। এই খুনের নেপথ্যে যে ৩০০ কোটির সম্পত্তি, সেটিও ক্রমশ প্রকাশ্যে আসে। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের নাগপুরের।

পুলিশ সূত্রে খবর, শ্বশুর পুরুষোত্তম পুত্তেওয়ারের ৩০০ কোটির সম্পত্তির হাতাতে ভাড়াটে খুনিকে এক কোটি টাকা দিয়েছিলেন পুত্রবধূ অর্চনা মণীশ পুত্তেওয়ার। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শ্বশুরের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি হাতাতে ছক কষেছিলেন অর্চনা। কিন্তু কী ভাবে সেই খুনকে দুর্ঘটনা বলে দেখানো যায়, তারও ছক কষেছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, শ্বশুরকে খুন করার জন্য এক দুষ্কৃতীকে ভাড়া করেন অর্চনা। শুধু তাই-ই নয়, ওই দুষ্কৃতীকে বেশ কিছু টাকাও দিয়েছিলেন একটি পুরনো গাড়ি কেনার জন্য। সেই গাড়ি দিয়েই বৃদ্ধকে চাপা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন অর্চনা। ঘটনার দিন অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন পুরষোত্তম। সেখান থেকে ফিরছিলেন। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পিছনে থেকে একটি গাড়ি এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল বৃদ্ধের। সেই ঘটনাকে দুর্ঘটনা হিসাবেই প্রাথমিকভাবে মামলা রুজু করা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তে পুরুষোত্তমের পুত্রবধূর কিছু গতিবিধি অস্বাভাবিক ঠেকে পুলিশের চোখে। তার পর থেকে অর্চনার উপর নজরদারি বৃদ্ধি করে পুলিশ।

তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, শ্বশুরকে খুন করার জন্য পরিবারের গাড়িচালক বাগড়ে এবং তাঁর দুই সঙ্গী নীরজ নিমচে এবং শচিন ধার্মিককে এক কোটি টাকা দিয়েছিলেন অর্চনা। অর্চনা-সহ চার জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শহর উন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা অর্চনা। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, নিজের প্রভাব খাটিয়ে অনেক দুর্নীতিমূলক কাজ করেছেন তিনি। রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি অর্চনার বিরুদ্ধে। তাঁকে ইতিমধ্যেই খুনের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়িচালক এবং তাঁর দুই সঙ্গীকেও।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা নিয়ে সরব রাহুল নিশানা করলেন মোদিকে

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: লোকসভা ভোটের পরে জম্মু ও কাশ্মীরে ধারাবাহিক জঙ্গিহানার ঘটনা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে নিশানা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এক্স হ্যান্ডলে বুধবার তিনি লিখেছেন, 'নরেন্দ্র মোদি এখন অভিনন্দন বার্তার প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যস্ত। এমনকি, জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় নির্মম ভাবে খুন হওয়া পুণ্যার্থীদের পরিবারের কান্নাও শুনতে পাচ্ছেন না।

রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে যাওয়ার সময় পুণ্যার্থীদের বাসে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয় ন'জনের। আহত হন প্রায় ৪০ জন। উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থান থেকে পুণ্যার্থীরা গিয়েছিলেন। জম্মুর শিবখড়ি মন্দির থেকে কাটরায় বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরের উদ্দেশে যাচ্ছিল পুণ্যার্থীদের বাসটি। সেই সময়েই হামলা চালায় জঙ্গিরা। মঙ্গলবার কাঠুয়া জেলার হিরানগরীতে কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে গুলি চালায় একদল জঙ্গি। এর পরে রাতে হামলা হয় ডোডার সেনাশিবিরে।

গত তিন দিনে কাশ্মীর উপত্যকায় তিনটি জঙ্গি হামলার ঘটনার পরেও প্রধানমন্ত্রী মোদি কেন নীরব, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল। তিনি লিখেছেন, 'কেন বিজেপির শাসনে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ধরা হচ্ছে না, তার উত্তর চাইছে দেশ।' কেরল সফরে গিয়ে বুধবার রাহুল লোকসভা ভোটে বারাণসীতে মোদির জয়ের ব্যবধান অনেক কমে যাওয়া নিয়ে খোঁচা দিয়ে বলেন, 'অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন মোদি।'

এআইসিসির মুখপাত্র পবন খেরাও কাশ্মীরে ধারাবাহিক জঙ্গিহানার ঘটনা নিয়ে মোদি সরকারকে নিশানা করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর এনডিএ সরকার যখন শপথ গ্রহণ করছিল, ঠিক তখন জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় একটি ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলার শিকার হয়েছেন তীর্থযাত্রীরা। ন'টি মূল্যবান প্রাণ শেষ হয়ে গিয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছে ৩৩ জন। কিন্তু এখনও প্রধানমন্ত্রীর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।'

জঙ্গির ছবি প্রকাশ

শ্রীনগর, ১২ জুন: জম্মু-কাশ্মীরে পুণ্যার্থীদের বাসে জঙ্গি হামলার ঘটনায় দায় স্বীকার করেছিল লস্কর-ই-তইবার শাখা সংগঠন। কিন্তু এই হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। জঙ্গিদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তার মধ্যেই এ বার জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এক জঙ্গির ছবি প্রকাশ্যে আনল। একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁদের খোঁজ দিতে পারলেই মিলবে ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার।

এই হামলার তদন্তভার ইতিমধ্যেই জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। একই সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশও তদন্ত চালাচ্ছে। এক পুলিশ আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, জঙ্গিদের খোঁজ চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী এক জঙ্গির স্কেচ বানানো হয়েছে। সেই স্কেচ প্রকাশ করেছে পুলিশ।

কাঠুয়ায় নিকেশ দুই জঙ্গি

শ্রীনগর, ১২ জুন: কাঠুয়া জেলার হিরানগরীর গ্রামে গুলি চালানোর আগে গ্রামবাসীদের দরজায় দরজায় ঘুরে জল খেতে চেয়েছিল দুই জঙ্গি। তবে সতর্ক গ্রামবাসীরা তাঁদের মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দেন। এর কিছু ক্ষণের মধ্যেই এক বাসিন্দার বাড়িতে ঢুকে গুলি চালায় ওই জঙ্গিরা। কাঠুয়ায় জঙ্গি হামলার পুরো ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সময় তেমনটাই জানাল কাশ্মীর পুলিশ।

মঙ্গলবার রাতে কাঠুয়া জেলার হিরানগরীর সাইদা সুখল গ্রামে ঢুকে পড়ে দু'জন জঙ্গি। এক গ্রামবাসীর বাড়িতে ঢুকে গুলি চালায় তারা। সেই ঘটনায় এক জন গ্রামবাসী আহত হন। এর পরেই ওই দুই জঙ্গিকে খুঁজে বার করতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে যৌথবাহিনী। এদের মধ্যে এক জঙ্গিকে মঙ্গলবার রাতেই নিকেশ করা হয়। জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ার চেষ্টা করছিল ওই জঙ্গি। তখনই বাহিনীর গুলি লাগে তার গায়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। অন্য জঙ্গিকে খুঁজে বার করতে সারা রাত ধরে তল্লাশি চলে। এর পর বুধবার বেলার দিকে বাহিনীর গুলিতে মারা যায় দ্বিতীয় জনও। এই অভিযানে জঙ্গিদের চালানো গুলিতে আধাসামরিক বাহিনীর এক জওয়ানও নিহত হয়েছেন।

জম্মু জোনের এডিজিপি আনন্দ জৈন বলেন, 'জঙ্গিরা বেশ কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে জল চেয়েছিল। কিন্তু তাদের দেখে সন্দেহ হয় গ্রামবাসীদের। জঙ্গিদের মুখের উপরেই তাঁরা দরজা বন্ধ করে দেন। গ্রামের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়তেই হইচই পড়ে। জঙ্গিরা আতঙ্কিত হয়ে আকাশের দিকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। এক গ্রামবাসীও গুলিবিদ্ধ হন।'

আনন্দ জানিয়েছেন, ওমকার নাথ নামে যে গ্রামবাসী গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁর স্ত্রীও আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। তবে এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের কেউ মারা যাননি বলেও তিনি জানিয়েছেন। এই হামলার নেপথ্যে পাক-যোগের সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না আনন্দ।

মোদির উদ্বোধনের আগেই ইতালিতে গান্ধি মূর্তি ভাঙল খালিস্তানিরা

রোম, ১২ জুন: ফের বিদেশের মাটিতে খালিস্তানি তাণ্ডব। আমেরিকা, কানাডার পর এবার ইতালিতে মহাত্মা গান্ধির মূর্তি ভেঙে গুড়িয়ে দিল খালিস্তানি সমর্থকরা। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির ইতালি সফরে উদ্বোধন করার কথা ছিল এই মূর্তি। তার আগেই তা ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ ভারত সরকার। ইতালি সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যেন এই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বার শপথ গ্রহণের পরই ইতালি সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইতালির ফাসানোতে আগামী ১৩ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে কুলীন, মহাশক্তিধর দেশগুলির সম্মেলন জি৭ সম্মেলন হওয়ার কথা। সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ভারতের প্রধানমন্ত্রীও। আগামী বৃহস্পতিবার ইতালির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগেই সেখানে গান্ধি মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা আসলে ভারতের উদ্দেশে খালিস্তানি বার্তা। ইতিমধ্যেই সেই ঘটনার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, মূর্তি ভাঙচুরের পাশাপাশি মূর্তির বেদিতে লেখা হয়েছে খালিস্তানি স্লোগান।

স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দেওয়া হয়েছে ভারত সরকারের তরফে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, 'ইতালির মাটিতে খালিস্তানিদের তরফে মহাত্মা গান্ধির মূর্তি ভাঙার খবর পেয়েছি আমরা। সেখানকার প্রশাসন ইতিমধ্যেই সে মূর্তি আবার ঠিক করেছে। তবে বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা ইতালি সরকারকে এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছি। খালিস্তানি জঙ্গিরা দীর্ঘদিন ধরে চাইছে ভারতে অশান্তির পরিবেশ করতে।'

উল্লেখ্য, শুধু ইতালি নয়, এর আমেরিকা ও কানাডার একাধিক জায়গায় এই ধরনের খালিস্তানি হামলার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। এমনকি কানাডাতে দেখা গিয়েছে ভারত বিরোধী মিছিলও। এই ইস্যুতে ভারত ও কানাডার কূটনৈতিক সম্পর্কও চরম আকার ধারন করেছিল। কিছুদিন আগেও দিল্লির মেট্রো স্টেশনে দেখা গিয়েছিল খালিস্তানি স্লোগান। এহেন পরিস্থিতির মাঝে ইতালিতে খালিস্তানিদের তরফে গান্ধি মূর্তি ভাঙা ভারতের জন্য নিশ্চিতভাবে উদ্বেগের বিষয়।

ইয়েমেন উপকূলে নৌকোডুবিতে মৃত অন্তত ৪৯

সানা, ১২ জুন: সোমবার ইয়েমেন উপকূলে ফের ঘটল ভয়াবহ নৌকোডুবি। সেখানে নৌকোডুবিতে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৪৯ জনের। যার মধ্যে রয়েছে ৩১ জন মহিলা ও ৬ শিশু। নিখোঁজ প্রায় ১৪০ জন। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের তরফে। জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই অভিবাসী।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্য অনুসারে, সোমবার, হর্ন অফ আফ্রিকা থেকে নৌকোটি ইয়েমেনের দিকে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার সময় নৌকোটিতে ২৬০ জন ছিল। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার নাগরিক। সংস্থাটির তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৭১ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে ৬ জন শিশু ও ৩১ জন নারী রয়েছে।

বলে রাখা ভালো, পূর্ব ও হর্ন অফ আফ্রিকা থেকে উপসাগরীয় দেশে কাজ করতে যাওয়ার জন্য ইয়েমেনের পথটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসীদের কাছে। কিন্তু কাজের সন্ধানে যাওয়ার পথে প্রায়শই তাঁরা বড়সড় বিপদের সম্মুখীন হন। এমনকি পাচারকারিদের খপ্পরেও পড়েন তাঁরা। গত এপ্রিলে ইয়েমেনে যাওয়ার পথে জিবুতি উপকূলে দুটি নৌকোডুবির ঘটনায় ৬২ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। আইওএম তথ্য অনুযায়ী, এই রুটে অন্তত ১৮৬০ জন মারা গিয়েছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন। যার মধ্যে নৌকো ডুবেই ৪৮০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

OFFICE OF THE AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK
MURSHIDABAD

CHANGES THE CRIRTICAL DATES OF THE FOLLOWING NOTICE: NOTICE INVITING e-TENDER NO. 01/AMLAI G.P./2024-25,
Details see:-
www.wbtenders.gov.in
Sd/-
PRODHAN
AMLAI GRAM PANCHAYAT

E-TENDER NOTICE
Tenders through E-Tendering process are invited by the Prodhan, Basantapur Gram Panchayet, Basantapur, Amta-1, Howrah from the bonafied, experienced and resourceful agencies/Registered co-operative societies /bidders having registration in E-Procurement portal for execution of 10 nos of work vide **E-NIT No.WB/HWH/AMTA /BGP/24-25/NIT/191/ (1-3), 192/(1-2) DATED 10-06-24 and 200(1-2), 201(1-3) Dated 12/06/23**. The last date of online bid submission is **17/10/23, 19/10/23, 25/10/23** respectively. All the Detail information regarding above said E-Tender will be available in website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Basantapur Gram Panchayet
Basantapur, Amta-1, Howrah

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-02/24-25
Exe. Engr., ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the work **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_691584_1. **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_691614_1. **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_691623_1. **(4)** Tender ID No. 2024_ADDA_691641_1. **(5)** Tender ID No. 2024_ADDA_691663_1. **(6)** Tender ID No. 2024_ADDA_691677_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr. ADDA.
Sd/-
Exe. Engr. ADDA

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-02 (09), 03 (07) Dated 11.06.2024 & 04 (01) Dated 12.06.2024 & E-NIQ No.- ADDA/ASN/ED/NIQ-01 (02 No.), Dated 11.06.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol, invite Online percentage & item rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-1/2024-25, dated 10.06.24 & ii) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-2/2024-25, dated 10.06.24 Sl- 1 to 4. Fund: 15TH FC (TIED).** Bid submission start date: **10.06.24 at 4.00 PM.** Last date of Bid submission: **18.06.2024 upto 4.00 PM**, Date of opening: **21.06.2024 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
PRODHAN
JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Round the clock Operation and Minor Maintenance of 1 MLD Capacity Sewarage Treatment Plant for three years at City Centre, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/COMM/NIT-197/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_691892_1 • Estimated Amount : Rs. 65,87,396/-
Last Date : 28th June 2024, up to 05:00 pm
2) Name of the Work: Construction of Modular Toilet with buble free toughened glass at Mangalik, within Ward No.- 22, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-80/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_691938_1 • Estimated Amount : Rs. 7,81,970/-
Last Date : 21st June 2024, up to 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Regd.Off: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata - 700001
NIeT 295(2nd Call)/23-24 & NIeT- 20 to 26/24-25 Dated. 10.06.2024 NIeT 264(2nd Call)/23-24 & NIeT- 303(2nd Call)/23-24 Dated. 11.06.2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 238, Netaji Subhas Road, 3rd.Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies **for completion of Civil & Electrical works at North 24 Parganas, Paschim Mednipur, Murshidabad, Burdwan, Jalpaiguri and Nadia District.** Tender document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in.** Bid submission start date **11.06.2024 & 12.06.2024 after 9:00 AM.** Bid submission end date **21.06.2024 & 25.06.2024 upto 3:00 PM.**
Date: 11.06.2024 **Sd/-Executive Engineer**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার গ্রীন লাইন (ইস্ট-ওয়েস্ট) করিডোরের সিপিডি ইয়ার্ড সহ সল্টলেক সেক্টর V {কিমি (-) ০/৬} থেকে শিয়ালদহ (কিমি ৮/১৯) পর্যন্ত ব্যালাস্টেড ট্র্যাক এবং বিএলটি নির্মাণ, রিমডেলিং, মেরামতি সম্পর্কিত কাজ সম্পাদনের জন্য ট্র্যাক সম্পর্কিত স্পেশাল কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩,১৮,১৬,৫২৯.৫০ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৩,০৯,১০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** চব্বিশ (২৪) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১১.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৪৮১-২০২৪ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 4, KOLKATA, THURSDAY
13 JUNE 2024, PAGE 8

কলকাতা ১৩ জুন ২০২৪

সুপার এইটে উঠতে ১১১ রান চাই ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামল ভারত। এই ম্যাচে জিতলে সুপার এইটে যাওয়া পাকা হয়ে যাবে রোহিত শর্মাদের। আমেরিকা জিতলে বিশ্বকাপ থেকে ছুটি হয়ে যাবে পাকিস্তানের। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আমেরিকা ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১১০ রান তুলেছে। অর্শদীপ ৪ উইকেট নিয়েছেন। আমেরিকার পক্ষ থেকে নিতীশ কুমার ২৩ বলে ২৭ রান করেন। এছাড়াও স্টেভন টেলর ৩০ বলে ২৪ রান করেছেন। ভারতের পক্ষ থেকে হার্দিক পান্ডিয়া ২ উইকেট নেন।

পাওয়ারপ্লেতেই জিতে সুপার এইটে অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: জিতলেই 'বি' গ্রুপ থেকে সুপার এইট পর্বে খেলা নিশ্চিত, এমন সমীকরণ নিয়ে নামিবিয়ার বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। তাই বলে অস্ট্রেলিয়া এতটা দাপট দেখাবে, সেটা হয়তো অনেকেই ভাবেননি।

অ্যান্টিগায় নামিবিয়াকে মাত্র ৭২ রানে গুটিয়ে দিয়ে পাওয়ারপ্লেতেই ম্যাচ জিতে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেড, ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শদের তাণ্ডবে দলটি লক্ষ্য তাড়া করেছে মাত্র ৫.৪ ওভারেই।

অর্থাৎ ৮৬ বল বাকি থাকতেই জিতেছে অস্ট্রেলিয়া, হারিয়েছে শুধু ওয়ার্নারের উইকেট। এর আগে ওমান ও ইংল্যান্ডকেও বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। টানা ৩ জয়ে 'বি' গ্রুপ থেকে সবার আগে সুপার এইট পর্বে পৌঁছে গেল তারা। এই গ্রুপ পর্ব থেকেই বাদ পড়া নিশ্চিত হলো নামিবিয়ার।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বল হাতে রেখে পাওয়া জয়ের তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার জয়টি আছে দ্বিতীয় স্থানে। সবচেয়ে বেশি বল হাতে রেখে জয়ের রেকর্ড এখনো শ্রীলঙ্কার। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ২০১৪ আসরে চট্টগ্রামে ৯০ বল হাতে রেখে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়েছিল লঙ্কানরা।

৭৩ রানের লক্ষ্য পেয়ে খুব দ্রুত খেলা শেষ করতেই মনোযোগী ছিলেন দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ও ডেভিড ওয়ার্নার। ৮ বলে ২০ রান করে ওয়ার্নার ডেভিড ভিসার বলে আউট হলেও অস্ট্রেলিয়ার দ্রুত লক্ষ্যে পৌঁছাতে কোনো সমস্যা হয়নি। ১৭ বলে ৩৪ রানে অপরাজিত ছিলেন হেড। অধিনায়ক মার্শ ৯ বলে অপরাজিত ১৮ রান করে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন।

টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া অস্ট্রেলিয়ার জয়ের ভিত্তি মূলত বোলাররাই গড়ে দিয়েছেন। আরও নির্দিষ্ট করে বললে কাজটা করেছেন মূলত স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা। ৪ ওভারে ১২ রান খরচায় ৪ উইকেট নিয়েছেন জাম্পা। আজ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের কীর্তি গড়েছেন জাম্পা। ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছে তাঁর হাতে।

নামিবিয়ার সংগ্রহটা আরও ছোট হতে পারত। দলটি ৪৩ রান তুলতেই হারিয়ে ফেলেছিল ৮ উইকেট। তবে অধিনায়ক গেরহার্ড এরাসমাসের ৩৬ রান দলীয় সংগ্রহকে ৭২,এ নিয়ে যায়। মানে দলের ৫০ শতাংশ রান এরাসমাস একাই করেছেন। তিনি ছাড়া দুই অঙ্ক ছুঁতে পেরেছেন শুধু একজন; ওপেনার মাইকেল ফন লিনগেন। এটিই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নামিবিয়ার সর্বনিম্ন সংগ্রহ। টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষ কোনো দলেরও সর্বনিম্ন সংগ্রহ এটি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নামিবিয়া ১৭ ওভারে ৭২/১০ (এরাসমাস ৩৬, লিনগেন ১০; জাম্পা ৪-০-১২-৪, হ্যাজলউড ৪-০-১৮-২, স্টয়নিস ৩-০-৯-২)। অস্ট্রেলিয়া ৫.৪ ওভারে ৭৪/১ (হেড ৩৪*, মার্শ ১৮*, ওয়ার্নার ২০; ভিসা ১-০-১৫-১)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জয়ী। ম্যাচসেরা অ্যাডাম জাম্পা।

বজ্রবৃষ্টিতে ভেসে গেল শ্রীলঙ্কার স্বপ্ন, সবার আগে সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ আফ্রিকার পর বাংলাদেশের কাছেও হেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ের শঙ্কায় পড়েছিল শ্রীলঙ্কা। সুপার এইট পর্বে ওঠার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে হলে নেপাল ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে নিজেদের শেষ দুই ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিততে তো হতোই, সঙ্গে অন্য ম্যাচগুলোর ফলও তাদের পক্ষে আসতে হতো।

কিন্তু তা আর হলো কোথায়? প্রথমবার বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ আয়োজন করতে গিয়ে বজ্রবৃষ্টি উপহার দিল ফ্লোরিডার লডারহিল। নেপালের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করায় শ্রীলঙ্কার সুপার এইটে ওঠার সম্ভাবনা বলতে গেলে শেষই হয়ে গেল। আর এই ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় 'ডি' গ্রুপ থেকে সবার আগে সুপার এইট পর্বে উঠে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা।

শ্রীলঙ্কা, নেদারল্যান্ডসের পর পরশু বাংলাদেশকেও হারিয়ে সুপার এইটে খেলা প্রায় নিশ্চিত করেই রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল পরের রাউন্ডে উঠবে, তা কারও অজানা থাকার কথা নয়। আজ শ্রীলঙ্কা-নেপাল ম্যাচ পণ্ড হওয়ায় প্রোটিয়াদের অর্জিত ৬ পয়েন্ট ছোঁয়ার সুযোগ আছে শুধু বাংলাদেশ অথবা নেদারল্যান্ডসের।

এবারের বিশ্বকাপে এ নিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হলো। বার্বাডোজে ৪ জুন ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড ম্যাচটি বৃষ্টিতে পণ্ড হয়ে যায়। সেই ম্যাচে স্কটল্যান্ড অবশ্য ১০ ওভার ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছিল। তবে লডারহিলের গতকাল শুরু হওয়া বজ্রবৃষ্টি থামার নামগন্ধ নেই। তাই শ্রীলঙ্কা-নেপাল ম্যাচে মাঠে বল গড়ানো দূরে থাক, টসও হয়নি।

'ডি' গ্রুপে বাংলাদেশ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রুপ নিয়ে দেশবাসীর আগ্রহ বেশি। আজ শ্রীলঙ্কার ম্যাচ পণ্ড হওয়ায় লাভই হলো বাংলাদেশের। গ্রুপ পর্বে নেদারল্যান্ডস ও নেপালের বিপক্ষে শেষ দুই ম্যাচের একটিতে জিতলেই লঙ্কানদের চেয়ে বেশি পয়েন্ট নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের। সেন্ট ভিনসেন্টে আগামীকাল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জিততে পারলে শেষ আটের পথে অনেকটা এগিয়ে যাবে নাজমুল হোসেনের দল। আর শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে নেপাল হেরে গেলে তো কোনো কথাই নেই। বাংলাদেশের সমীকরণটা আরও সহজ হয়ে যাবে।

তবে শ্রীলঙ্কার বিদায় এখনো নিশ্চিত হয়নি। হাসারাঙ্গা-ম্যাথুসদের ভাগ্য নিজেদের হাতে তো নেই-ই, নেই অন্য দলগুলোর হাতেও। তাহলে ভাগ্য কার হাতে? প্রকৃতির!

আজকের ম্যাচের মতো আগামীকাল বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস ম্যাচটিও বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হতে হবে। এরপর নেপালের কাছে বাংলাদেশকে হারতে হবে, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে আবার নেপালকে হারতে হবে এবং নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কাকে নিজেদের শেষ ম্যাচটা বিশাল ব্যবধানে জিততে হবে।

সবকিছু এভাবে এগোলে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-নেপাল-নেদারল্যান্ডস চার দলেরই পয়েন্ট হবে সমান ৩ করে। সে ক্ষেত্রে নেট রান রেটে বাংলাদেশ, নেপাল ও নেদারল্যান্ডসকে ছাড়িয়ে যেতে পারলে 'ডি' গ্রুপ থেকে সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গী হবে শ্রীলঙ্কা।

সুযোগ আছে নেপালেরও। হিমালয়ের দেশটির সমীকরণে এতটা জটিলতা নেই। তবে কাজটা খুব কঠিন। নিজেদের শেষ দুই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিপক্ষে জিততে হবে তাদের।

প্রকৃতির শক্তি বোধ হয় এমনই। নইলে কি আর এক বৃষ্টি এত গাণিতিক জটিলতা সৃষ্টি করে!

পাকিস্তান কি সুযোগ হাতছাড়া করল

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে কানাডাকে গতকাল ৭ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৬ রান তোলে কানাডা, পাকিস্তান সেটি পেরিয়ে যায় ১৫ বল ও ৭ উইকেট বাকি রেখে। পাকিস্তান যদি এই রান ১৩.৫ ওভারের মধ্যে তাড়া করতে পারত, তাহলে রান রেটে ছাড়িয়ে যেত যুক্তরাষ্ট্রকে।

তবে সেটা তারা করতে পারেনি। কেন দ্রুত রান তোলার ঝুঁকি পাকিস্তান নেয়নি, সেই কারণ জানিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। তবে বাবরের ব্যাখ্যাতে বোধ হয় সন্তুষ্ট নন আহমেদ শেহজাদ ও শোয়েব মালিক। দুজনেই মনে করেন কানাডার বিপক্ষে পাকিস্তান আরও দ্রুত তাড়া করতে পারত।

কানাডার বিপক্ষে আরও একবার বাবর-রিজওয়ানে ভর করে জিতেছে পাকিস্তান। দুজনে গড়েন ৬২ বলে ৬৩ রানের জুটি। রিজওয়ান অপরাজিত থাকেন ৫৩ বলে ৫৩ রানে। বাবর করেন ৩৩ বলে ৩৩ রান। এই জয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স',এ পাকিস্তান জাতীয় দলের বাইরে থাকা ব্যাটসম্যান শেহজাদ বলেছেন, 'অবশেষে পাকিস্তান ভালো একটা জয় পেল। ভারতের বিপক্ষেও এই টেম্পারমেন্ট দরকার ছিল। যদিও মনে করি কানাডার দেওয়া ১০৭ রানের লক্ষ্য আরও আগেই পাকিস্তানের তাড়া করে জেতা উচিত ছিল।'

পাকিস্তানের অলরাউন্ডার মালিক তাঁর দেশের একটি সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, 'রান রেটের চেয়ে জয় পাওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত পয়েন্ট তো পাওয়া গেছে। তবে যেভাবে ম্যাচটা ১৭.৩ ওভারে শেষ করেছে, এটা ১৪-১৫ ওভারের মধ্যে শেষ করা যেত। মোহাম্মদ আমিরকে কৃতিত্ব দিতে হবে, সে দারুণ বোলিং করেছে। ওকে তৃতীয় ওভার করানোটা বাবরের সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। পুরোনো দিনের মতো আমির বল করেছে দেখে ভালো লাগছে।'

কেন পাকিস্তান দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করেনি, সেই কারণ জানিয়েছেন বাবর। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলছেন, ' রান রেট, ১৪ ওভারের মধ্যে ম্যাচ শেষের বিষয়টি আমাদের মাথায় ছিল। তবে উইকেটের কারণে কাজটা কঠিন হয়ে গেছে।'

এবারের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বিপক্ষে হেরেছে। অন্যদিকে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দলই জিতেছে দুটি করে ম্যাচ। সুপার এইটে উঠতে পাকিস্তানের সামনে এখন কঠিন সমীকরণ। বাকি থাকা ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলেই শুধু হবে না, তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলগুলোর ফলেও।

পাকিস্তানকে প্রার্থনা করতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র যেন ভারত ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে না জেতে। কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ম্যাচ যেন বৃষ্টিতে ভেসে না যায়। কারণ, তারা আর একটি পয়েন্ট পেলেই নিশ্চিত হয়ে যাবে পাকিস্তানের বিদায়।

হার ঋদ্ধিদের, বেঙ্গল প্রো লিগে ম্যাচ জেতালেন ঋত্বিক, মেয়েদের ম্যাচে জয়ী ডায়মন্ডস

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেল সোবিস্কো স্ম্যাসার্স মালদা। ঋদ্ধিমান সাহা, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, ঈশান পোড়েল সমৃদ্ধ দল রেশমি মেদিনীপুর উইজার্ডস দল হেরে গেল ৬ উইকেটে। বুধবার প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে মেয়েদের প্রথম ম্যাচে হারবার ডায়মন্ডস জিতেছে ৮ উইকেটে। দ্বিতীয় ম্যাচে জিতেছে মুর্শিদাবাদ কুইন্স। বুধবার দুপুরে ইডেনে মুখোমুখি মালদা এবং মেদিনীপুর। সেই ম্যাচের দিকে নজর ছিল বাংলার ক্রিকেট সমর্থকদের। কারণ দু'বছর পর ঋদ্ধি বাংলার ক্রিকেটে ফিরেছেন। কিন্তু তিনি মন ভরাতে পারলেন না। মেদিনীপুরের অধিনায়ক সুদীপ। তিনিও বাংলা ছেড়েছিলেন। প্রো লিগের সময় তাঁরা ফিরে এসেছেন। কিন্তু ব্যাট হাতে খুব বেশি করতে পারলেন না তাঁরা। সুদীপ ১৮ বলে ২০ রান করেন। ঋদ্ধি করেন ২১ রান। তবে খেললেন ২৯ বল। তাঁদের ইনিংস একেবারেই টি-টোয়েন্টি সুলভ নয়।

ইডেনের পিচও এ দিন বড় রানের ছিল বলে মনে হয়নি। বল থমকে আসছিল ব্যাটে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মেদিনীপুর ৯৭ রানে শেষ হয়ে যায়। মালদার হয়ে তিনটি উইকেট নেন গীত পুরি। দু'টি উইকেট ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের। একটি করে উইকেট নেন রমেশ প্রসাদ, অখিল এবং সৌরভ সিংহ।

৯৮ রানের লক্ষ্য মাথায় নিয়ে খেলতে নেমে শুরুতে চাপে পড়ে গিয়েছিল মালদা। ২২ রানের মধ্যে তিনটি উইকেট চলে যায় তাদের। স্পিনার বৈভব যাদব নিজের প্রথম দু'টি ওভারেই তুলে নেন মালদার দুই ওপেনার জয়জিত বসু এবং রণজ্যোত সিংহ খয়রা। চার নম্বরে নেমে ভৈরব দে সরকারও রান পাননি। তবে আইপিএলে পঞ্জাব কিংস দলে থাকা ঋত্বিক এবং অভিজ্ঞ ঋতম পোড়েল মিলে ৪৪ রানের জুটি গড়েন। ঋত্বিক ৩৮ বলে ৫০ রান করে অপরাজিত থাকেন। তিনিই ম্যাচের সেরা। শেষবেলায় অখিল ১২ বলে ১৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। জয় দিয়ে শুরু করল মালদা।

বেঙ্গল প্রো লিগে ছেলেদের সঙ্গে চলছে মেয়েদের ম্যাচও। মঙ্গলবার থেকে ছেলেদের ম্যাচগুলি শুরু হলেও মেয়েদের প্রথম ম্যাচ হয় বুধবার। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় সেই ম্যাচ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্টলেক ক্যাম্পাসে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় হারবার ডায়মন্ডস এবং সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স। সেই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে শিলিগুড়ি তোলে ৯৫ রান। ৮ উইকেট হাতে ম্যাচ জিতে নেয় ডায়মন্ডস। ম্যাচের পায়েল ভাখারিয়া। তিনি ৩ ওভারে ১২ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন।

দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রাচি রাঢ় টাইগার্সের বিরুদ্ধে জিতে নেয় মুর্শিদাবাদ কুইন্স। প্রথমে ব্যাট করে রাঢ় ৮৪ রান তোলে। দুপুর দেড়টা থেকে সেই ম্যাচটি হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্টলেক ক্যাম্পাসে। মেয়েদের ম্যাচগুলি ওখানেই হবে। ম্যাচের সেরা শ্রেয়সী আইচ। তিনি ৪ ওভারে ১৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন।

বিতর্কিত গোলে কাতারের কাছে হার ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: তখন ভারত ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। ৭৩ মিনিটে ভারতের গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহ সাঁধু বিপক্ষের এক ফুটবলারের হেড ধরতে গিয়ে ফস্কান। বল তাঁর শরীরের তলা গিয়ে গলে গেলেও বাঁ পায়ে লেগে গোল লাইনের বাইরে বেরিয়ে যায় বলে মনে হয়েছিল। সেখান থেকে বল টেনে মাঠের ভিতরে নিয়ে কাতারের এক ফুটবলার। তা থেকে গোল করেন আইমেন। গোলের পর কাতারের ফুটবলারদের দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, তাঁরাও ভাবেননি এটি গোল দেওয়া হবে। কিন্তু রেফারি কিম সবাইকে অবাক করে দিয়ে গোল দিয়ে দেন। দুই লাইন্সম্যান কাং ডং হো এবং চিয়ন জিন হি-ও কার্যত চোখ বুজে থাকেন। অবাক ভারতীয় ফুটবলাররা মাঠেই প্রতিবাদ জানান। কোনও লাভ হয়নি।

যে কাতার দু'বছর আগে বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে এবং যে দেশ এশিয়ার সেরা, সেখানে এমন সিদ্ধান্ত কী ভাবে নেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রেফারিংয়ের মানও কাঠগড়ায়। সমর্থকদের রাগ এএফসি-র প্রতি। কেউ কেউ গড়াপেটার প্রসঙ্গও টেনে আনছেন। তাঁদের মতে, জোর করে কুয়েতকে তৃতীয় রাউন্ডে তোলার লক্ষ্যেই কি এটি গোল দেওয়া হল? ভারতের বিরুদ্ধে কি এটি তীব্র বঞ্চনা নয়?

বাঙালি রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিত এএফসি-র বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ম্যাচ পরিচালনা করেন। তাঁর মতে, রিপ্লে ভিডিয়ো বা কোনও ছবি দেখে কোনও মতেই বোঝা যায় না সিদ্ধান্ত ঠিক না ভুল।

এ প্রসঙ্গে প্রাঞ্জল মনে করিয়ে দিয়েছেন গত বিশ্বকাপে জার্মানি বনাম জাপান ম্যাচের কথা। সেই ম্যাচে রিৎসু দোয়ানের গোলটি বৈধ ছিল কি না তা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়। অনেকেই সে সময় দাবি তুলেছিলেন, গোললাইনের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বল পাস দিয়েছিলেন জাপানের কাওরু মিতোমা। পরে অবশ্য ফিফা সেই ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়। ছবি প্রকাশ করে দেখায়, কেন সেটি গোল হয়েছিল। প্রাঞ্জলের কথায়, ঠিক অ্যাঙ্গেল থেকে না দেখলে কখনওই বোঝা সম্ভব নয় সেটি গোল ছিল কি না।দ

তবে বাংলার আর এক রেফারি উদয়ন হালদার বলেছেন, তআন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ ধরনের ভুল কোনও মতেই কাম্য নয়। সম্পূর্ণ ভুল একটি সিদ্ধান্তে বঞ্চনার শিকার হল ভারত। এত উঁচু স্তরের একটা খেলা। সেখানে ভার নেই, এটা দুর্ভাগ্যজনক। তিনি আরও বলেন, তকোরিয়ার রেফারি ম্যাচ পরিচালনা করছিলেন। ওরা ফুটবলের দিক থেকে উন্নত। রেফারিদের মানও ভাল। তাদের থেকে এ রকম ভুল আশা করা যায় না। তা ছাড়া, যে কাতারে দু'বছর আগে বিশ্বকাপ হয়েছে, সেখানে এই দৃশ্য আশা করা যায় না।

সূত্রের খবর, যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডে 'ভার' ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা। কারণ, এই রাউন্ডে যে দেশগুলি খেলছে তার মধ্যে বেশির ভাগ দেশেই 'ভার'-এর পরিকাঠামো নেই। যেমন ভারত। চাইলে কাতার, জাপান, কোরিয়ার মতো উন্নত দেশগুলি 'ভার' ব্যবহার করতেই পারত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভারতকে দেশের মাটিতে 'ভার' ছাড়াই খেলতে হত। তৃতীয় রাউন্ড থেকে 'ভার' থাকার কথা। সেটাও নির্ভর করছে কোন কোন দেশ তৃতীয় রাউন্ডে উঠছে তার উপরে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মরসুমে আইএসএলে রেফারিং একটি আলোচনার বিষয়। গত মরসুমে বার বার রেফারির প্রতি বিষোদ্গার করেছেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। নির্বাসিতও হয়েছেন। রেফারির বিরুদ্ধে মুখ খোলায় নির্বাসনের খাঁড়া নেমে এসেছে চেন্নাইয়িনের কোচ ওয়েন কয়েল এবং কেরলের প্রাক্তন কোচ ইভান ভুকোমানোভিচের উপরেও। কেউই দমে যাননি। কিন্তু সেই রেফারিরা সবাই ভারতীয় ছিলেন। ভারতে না হয় রেফারিংয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বহু দিনই। কিন্তু এএফসি-র মতো মঞ্চে, কোরিয়ার মতো ফুটবলে উন্নত দেশের একজন রেফারি কী ভাবে এই ভুল করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

যদিও প্রাঞ্জল মনে করেন, ভার ছাড়া বিশ্বের যে কোনও দেশের রেফারিদের সঙ্গে ভারতকে আলাদা করা যাবে না। তিনি বলেছেন, তআমাদের দেশের রেফারিরা বিশ্ব পর্যায়ে হয়তো সে ভাবে দর পান না।

তাঁদের অনেক সিদ্ধান্তে বিতর্ক থাকে। কিন্তু যদি ভার সরিয়ে নেওয়া হয়, তা হলে অনেক উন্নত দেশের রেফারিদের সঙ্গে আমাদের যে খুব তফাত রয়েছে এমনটা নয়।দ

গোল ছিল না কি ছিল না, তা নিয়ে বিতর্ক চলবে বহু দিন। তবে নিশ্চিত ভাবেই ভারতের ফুটবলে অন্যতম একটি ঘটনা হয়ে থাকল এটি। ভাল ফুটবল খেলতে গেলে ভাল রেফারিংও যে দরকারি, সেটা বোঝায় সময় এসেছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। এ কারণেই আরও বেশি করে উঠছে আইএসএলে ভার প্রযুক্তি চালু করার দাবি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**